রেজিস্টার্ড নং ডিএ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৫, ২০১৫

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৯ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩১৮-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোর্ট কীপার জনাব মোঃ রুহুল আমীন-কে ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০ টাকা স্কেলে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগে কোর্ট অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো।

তারিখ, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩২৫-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আবু সাঈদ-কে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র কোর্টের বিজ্ঞপ্তি নং ২৭৩ জি, তারিখ ২৯-১০-২০১৪ মোতাবেক তাহাকে ৩০-১০-২০১৪ হইতে ২৯-১০-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত অবসর-উত্তর ছুটির অতিরিক্ত অবশিষ্ট পূর্ণ গড় বেতনে ০২ বৎসর ০২ মাস ২৮½ দিন প্রাপ্য ছুটির পরিবর্তে মূল বেতন ২২,২৫০ টাকার সাথে ২০% মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৪,৪৫০ টাকা যোগ করিয়া (২২,২৫০+৪,৪৫০) =২৬,৭০০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাসের ছুটির সমপরিমাণ অর্থ বাবদ (২৬,৭০০×১২)=৩,২০,৪০০ (তিন লক্ষ বিশ হাজার চারশত) টাকা এককালীন নগদায়ন প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তারিখ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ৩২৭-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ আমিনুর রশিদ-কে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র কোর্টের বিজ্ঞপ্তি নং ২৮০জি, তারিখ ০৫-১১-২০১৪ মোতাবেক তাহাকে ১৩-১০-২০১৪ হইতে ১২-১০-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত অবসর-উত্তর ছুটির অতিরিক্ত অবশিষ্ট পূর্ণ গড় বেতনে ০১ বৎসর ০৮ মাস ০৮ দিন প্রাপ্য ছুটির পরিবর্তে মূল বেতন ২২,২৫০ টাকার সাথে ২০% মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৪,৪৫০ টাকা যোগ করিয়া (২২,২৫০+৪,৪৫০) =২৬,৭০০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাসের ছুটির সমপরিমাণ অর্থ বাবদ (২৬,৭০০×১২)=৩,২০,৪০০ (তিন লক্ষ বিশ হাজার চারশত) টাকা এককালীন নগদায়ন প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আদেশক্রমে

এস এম কুদ্দুস জামান
রেজিস্ট্রার।

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৮ নভেম্বর ২০১৪

নং ২৯৫-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের প্রাক্তন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মরহুম মোঃ নূরুল ইসলাম-এর একমাত্র স্ত্রী মোসাঃ নাজমুন নাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তার পূর্ণ গড় বেতনে ১ বছর ০১ মাস ২৯ দিন ও অর্ধ গড় বেতনের ২ বছর ২ মাস ২০ দিন অর্জিত ছুটিকে পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তরিত করিয়া (১ বছর ০১ মাস ২৯ দিন+১ বছর ০১ মাস ১০দিন)=২ বছর ০৩ মাস ০৯ দিন পূর্ণ গড় বেতনের ছুটির পরিবর্তে সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ১২,৯৬০ টাকা +মহার্ঘ ভাতা ২,৫৯২=মোট ১৫,৫৫২ টাকা হারে সর্বাধিক ১২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ (১৫,৫৫২×১২)=মোট ১,৮৬,৬২৪ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকা এককালীন নগদায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১৪

নং ২৯৮-জি—বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম-কে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্রকোর্টের বিজ্ঞপ্তি নং ১৬৪ জি, তারিখ ২৪-০৭-২০১৪ মোতাবেক তাহাকে ৩১-০৮-২০১৪ হইতে ৩০-০৮-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত অবসর-উত্তর ছুটির অতিরিক্ত অবশিষ্ট পূর্ণ গড় বেতনে ১ বৎসর ৯ মাস ৩$\frac{১}{২}$ দিন প্রাপ্য ছুটির পরিবর্তে মূল বেতন ২৯,৪৫০ টাকার সাথে ২০% মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৫,৮৯০ টাকা যোগ করিয়া (২৯,৪৫০+৫,৮৯০) =৩৫,৩৪০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাসের ছুটির সমপরিমাণ অর্থ বাবদ (৩৫,৩৪০×১২)=৪,২৪,০৮০ (চার লক্ষ চব্বিশ হাজার আশি) টাকা এককালীন নগদায়ন প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আদেশক্রমে

এস এম কুদ্দস জামান
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩০৬-জি—চাকরি বেতন ও ভাতাদি আদেশ ২০০৯ এর ৭ নং অনুচ্ছেদের (২) নং উপ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের চাকরি ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় সহকারী বেঞ্চ অফিসার পদে ৮(আট) বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাদের চাকরির সন্তোষজনক রেকর্ডের ভিত্তিতে জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ অনুযায়ী তাদের-কে ১২,০০০-২১,৬০০ টাকার পরবর্তী উচ্চতর ১৫,০০০-২৬,২০০ টাকার স্কেলটি ১ম টাইম স্কেল হিসেবে প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছে ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ	৮ (আট বৎসর পূর্তির তারিখ	টাইম স্কেল প্রাপ্তির তারিখ	বর্তমান বেতন স্কেল	প্রাপ্য টাইম স্কেল
(১)	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন হাওলাদার, সহকারী বেঞ্চ অফিসার।	সহকারী বেঞ্চ অফিসার ২০-০৯-২০০৬	২১-০৯-২০১৪	২২-০৯-২০১৪	১২,০০০-২১,৬০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯	১৫,০০০-২৬,২০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯
(২)	জনাব মোঃ আঃ মতিন খান, সহকারী বেঞ্চ অফিসার।	সহকারী বেঞ্চ অফিসার ২০-০৯-২০০৬	২১-০৯-২০১৪	২২-০৯-২০১৪	১২,০০০-২১,৬০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯	১৫,০০০-২৬,২০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯
(৩)	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ সরকার, সহকারী বেঞ্চ অফিসার।	সহকারী বেঞ্চ অফিসার ২০-০৯-২০০৬	২১-০৯-২০১৪	২২-০৯-২০১৪	১২,০০০-২১,৬০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯	১৫,০০০-২৬,২০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯
(৪)	জনাব ফরিদ খান, সহকারী বেঞ্চ অফিসার।	সহকারী বেঞ্চ অফিসার ২০-০৯-২০০৬	২১-০৯-২০১৪	২২-০৯-২০১৪	১২,০০০-২১,৬০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯	১৫,০০০-২৬,২০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯
(৫)	জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ, সহকারী বেঞ্চ অফিসার।	সহকারী বেঞ্চ অফিসার ২০-০৯-২০০৬	২১-০৯-২০১৪	২২-০৯-২০১৪	১২,০০০-২১,৬০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯	১৫,০০০-২৬,২০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯
(৬)	জনাব গাজী ইকবাল হোসেন, সহকারী বেঞ্চ অফিসার।	সহকারী বেঞ্চ অফিসার ২১-০৯-২০০৬	২০-০৯-২০১৪	২১-০৯-২০১৪	১২,০০০-২১,৬০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯	১৫,০০০-২৬,২০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯
(৭)	জনাব মোঃ সুলতান সালাউদ্দিন, সহকারী বেঞ্চ অফিসার।	সহকারী বেঞ্চ অফিসার ২৪-০৯-২০০৬	২৩-০৯-২০১৪	২৪-০৯-২০১৪	১২,০০০-২১,৬০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯	১৫,০০০-২৬,২০০ জাঃবেঃস্কেল/০৯

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলো।

আদেশক্রমে

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
ডেপুটি রেজিস্ট্রার-১।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অফিস আদেশাবলী

তারিখ, ২৩ নভেম্বর ২০১৪

নং সিএজি/জিবি-২/বদলী/৫৪/২০১১/পার্ট-১/১৭৯—জনস্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে অডিট এন্ড একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদে/অফিসে আদিষ্ট হয়ে বদলী/পদস্থাপন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল	পদস্থাপিত/বদলিকৃত পদ ও কর্মস্থ
(১)	জনাব এস এম আসাদুল ইসলাম, উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার (চঃদাঃ), শেরপুর, বগুড়া	৯ম গ্রেডভুক্ত অডিট এন্ড একাউন্টস্ অফিসার/সমমান পদে পদস্থাপনের নিমিত্ত কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং সিএজি/জিবি-২/১০৭/পার্ট-৩৯/১৮৭—জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান (মুক্তিযোদ্ধা), জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার, রংপুর এর জন্ম তারিখ ০১-১১-১৯৫৪। তাঁহার বয়স ৩১-১০-২০১৪ তারিখ ৬০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। উক্ত তারিখে সরকারি বিধি মোতাবেক তাঁহার অবসর গ্রহণ কার্যকর হইয়াছে বিধায় তাঁহার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁহাকে ০১-১১-২০১৪ তারিখ হইতে ৩১-১০-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে ১২ (বার) মাস অবসর উত্তর ছুটির মঞ্জুরী আদিষ্ট হইয়া জারী করা হইল।

এস এম রেজভী
অতিঃ উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন)।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
ঢাকা বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৮ নভেম্বর ২০১৪

নং ৩১.১০১.০১৯.০১.০০.০০১.২০১৩-৫৯৫—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে নিম্নোক্ত ছকের ৪ নং কলামে উল্লিখিত কর্মস্থলে বদলি করা হলো।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি	কর্মকর্তার পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
১	২	৩	৪
(১)	জনাব মোহাম্মদ তোফায়েল আহমেদ, পরিচিতি নং-১৬৩৯৮, নিজ জেলা টাঙ্গাইল।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), টঙ্গী সার্কেল, গাজীপুর।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।
(২)	বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস, পরিচিতি নং-১৬৪৩৫, নিজ জেলা ঢাকা।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), টঙ্গী সার্কেল, গাজীপুর।

২। এ কার্যালয়ের ১৭-১১-২০১৪ তারিখের ৩১.১০১.০১৯.০১.০০.০০১.২০১৩-৫৯৩ নং প্রজ্ঞাপনে বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস, পরিচিতি নং-১৬৪৩৫ এর সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে লালবাগ সার্কেল, ঢাকায় বদলী/পদায়নের আদেশ বাতিল করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জি.এম. সালেহ্ উদ্দীন
অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব)।

বিভাগীয় কমিশনার অফিস, চট্টগ্রাম

রাজস্ব শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ০০.৪২.০০০.২১.২৯.০০১.২০১৪-৮৯৩—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কানুনগোগণকে তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে নিয়োগ/বদলি করা হল ঃ

(১) জনাব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, কানুনগো, সদর ভূমি অফিস, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর—উপজেলা ভূমি অফিস, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর।

(২) জনাব মোঃ আবুল কাশেম-৩, কানুনগো, উপজেলা ভূমি অফিস, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর—সদর ভূমি অফিস, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সৈয়দা সারোয়ার জাহান
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)।

(সংস্থাপন শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৯ নভেম্বর ২০১৪

নং **০০.৪২.০১৯.১৪.০২.০০২.২০১৪-৭৭৭**—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত একই পদে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলি/পদায়ন করা হল ঃ

জনাব সুজন চৌধুরী (১৬২২২), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে পদায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার অফিস, চট্টগ্রামে ন্যস্ত—জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ১০ নভেম্বর ২০১৪

নং ০০.৪২.০১৯.১৪.০২.০০২.২০১৪-৭৮২—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত একই পদে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলি/পদায়ন করা হল ঃ

জনাব মোহাম্মদ আবু ইউসুফ (১৬১৮১), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে পদায়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশার অফিস, চট্টগ্রামে ন্যস্ত—জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

মোঃ আলেফ উদ্দিন
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)।

(রাজস্ব শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ নভেম্বর ২০১৪

নং ০০.৪২.০১৯.২১.০৮.০০১.২০১৪-৮৫১—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০১৪ তারিখের ৩১.০০.০০০০. ০৪৬.১৯.০০৩.১৩-৭৫৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে চট্টগ্রাম বিভাগে ন্যস্তকৃত ও এ কার্যালয়ে যোগদানকৃত নিম্নবর্ণিত সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত ভূমি অফিসে সংযুক্ত করা হল ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর এবং নিজ জেলা	সংযুক্ত কর্মস্থল ও তারিখ
(১)	জনাব মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের (১৬৩৯৭), নিজ জেলা কক্সবাজার।	০৯-১১-২০১৪ তারিখ হতে ১৩-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সদর সার্কেল ভূমি অফিস (অধীনস্থ তহসিলসহ) এবং ১৬-১১-২০১৪ হতে ২০-১১-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত আগ্রাবাদ সার্কেল ভূমি অফিস (অধীনস্থ তহসিলসহ), চট্টগ্রাম।
(২)	জনাব রবীন্দ্র চাকমা (১৬৬২৫), নিজ জেলা রাঙ্গামাটি।	
(৩)	জনাব মোঃ নোমান হোসেন (১৬৬২৭), নিজ জেলা লক্ষ্মীপুর।	
(৪)	জনাব মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম (১৬৬৪৬), নিজ জেলা চট্টগ্রাম।	
(৫)	জনাব জাহিদ ইকবাল (১৬৬৪৮), নিজ জেলা চট্টগ্রাম।	

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

মোঃ আলেফ উদ্দিন
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
(সংস্থাপন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৬০.০০০০.০০৪.১৯.০১৩.১৪-১২৩৭—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৪০.১৯.০১৮. ১৪-৬০০ নং প্রজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, পরিচিতি নং-১৬২২৭ এ কার্যালয়ে ১৬-১১-২০১৪ তারিখে যোগদান করেছেন। তাঁর যোগদানপত্র গ্রহণ করে নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলী/পদায়ন করা হলো।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও পরিচিতি নং	নিজ জেলা	স্পাউসের জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়নকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, পরিচিতি নং-১৬২২৭, সিনিয়র সহকারী কমিশনার।	মুন্সিগঞ্জ	প্রযোজ্য নয়	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট।

২। উল্লিখিত কর্মকর্তাকে পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য ১৬-১১-২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় হতে অবমুক্ত করা হলো। বর্ণিত কর্মকর্তা এ কার্যালয় হতে কোন প্রকার বেতন ভাতা গ্রহণ করেননি।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সাজ্জাদুল হাসান
কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
(মাঠ প্রশাসন শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৩.০০০০.০১২.৩৩.০০১.১৪-১৬০১—প্রশাসনিক প্রয়োজনে রাজশাহী বিভাগে কর্মরত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদের নামের পাশে বর্ণিত কর্মস্থলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি করা হল ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (১৫৩১৩), উপজেলা নির্বাহী অফিসার।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মান্দা, নওগাঁ।
(২)	বেগম শাহানা আখতার জাহান (১৫৭৩১), উপজেলা নির্বাহী অফিসার।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মান্দা, নওগাঁ।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বগুড়া সদর, বগুড়া।

২। পদায়িত কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে নিজ অধিক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফৌজারী কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৩.০০০০.০১২.৩৪.০৮০.১৪-১৬৮০—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১-১১-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৪০.১৯.০১৮.১৪-৬০০ নং স্মারকে এ কার্যালয়ে ন্যস্ত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তার নামের পাশে উল্লিখিত কার্যালয়ে সমপদে পদায়ন করা হল।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর, পদবি ও নিজ জেলা	পদায়িত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ আঃ মান্নান (১৬২৭১), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, নিজ জেলা দিনাজপুর।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট

২। পদায়নকৃত কর্মকর্তা অদ্য ১৬-১১-২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় হতে অবমুক্ত হবেন। উল্লেখ্য, তিনি এ কার্যালয় হতে কোন বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করেননি।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
বিভাগীয় কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর
(সংস্থাপন শাখা)

অফিস আদেশ

তারিখ, ১২ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০৮.০০৮.১৪-৭২৪—ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসন) এর ১০-১১-২০১৪ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০০৩.১২-৭৮৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে পরবর্তী পদায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করায় তাকে ১২-১১-২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত করা হলো।

ক্রমিক নং	নাম, পরিচিতি নম্বর,	পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল
(১)	জনাব মোছাঃ জেসমিন আকতার বানু, পরিচিতি নং-১৬৬৪৪	সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত
বিভাগীয় কমিশনার।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.১৩-৭৩১—প্রশাসনিক কারণে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে পদায়ন/বদলি করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী,	নিজ জেলা	বদলীকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোহাম্মদ জাহিদ আখতার (১৬৪৫৮), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

২। এ কার্যালয়ের ১৫-০৯-২০১৩ তারিখের ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.১৩-৭৬৬ নং সাময়িক সংযুক্তির আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৭.০০০০.০০৬.০৮.০০১.১৪-৭৬৩—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-৫ শাখার প্রজ্ঞাপন নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.১৯.০০৪.১৪-১৮১, তারিখ ২০-১১-২০১৪ মূলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে এ কার্যালয়ে যোগদানকৃত এবং প্রশাসনিক কারণে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়ন/বদলি করা হলো।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর ও কর্মস্থল	বদলি/পদায়নকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ আব্দুল মোতালেব সরকার (১৫৩৯৩), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাউনিয়া, রংপুর।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
(২)	জনাব সৈয়দ ফরহাদ হোসেন (১৫৫৫৮), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কাউনিয়া, রংপুর।
(৩)	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১৬০০২), উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নের জন্য যোগদানকৃত।	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত
বিভাগীয় কমিশনার।

(রাজস্ব শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.০১.০৯৯.১৪-৮৮৫(২৮)—ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৩-১১-২০১৪ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০০৩.১৩.৭৯৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর অধীন ন্যস্ত করায় পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁদের নামের বিপরীতে উল্লিখিত উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে পদায়ন করা হলো।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	নিজ জেলা	পদায়নকৃত কর্মস্থল	সংযুক্তিস্থল (প্রশিক্ষণের জন্য)
(১)	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী (পরিচিতি নং ১৬৬৬৫)	ঠাকুরগাঁও	উপজেলা ভূমি অফিস বোদা, পঞ্চগড়।	উপজেলা ভূমি অফিস পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
(২)	জনাব শঙ্কর কুমার বিশ্বাস (পরিচিতি নং ১৬৬৮৫)	রাজবাড়ী	উপজেলা ভূমি অফিস রৌমারী, কুড়িগ্রাম।	উপজেলা ভূমি অফিস উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
(৩)	জনাব টি.এম.এ. মমিন (পরিচিতি নং ১৬৬৯৬)	কুড়িগ্রাম	উপজেলা ভূমি অফিস পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।	উপজেলা ভূমি অফিস কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।

২। এতে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ আগামী ২৩-১১-২০১৪ তারিখে পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন এবং প্রশিক্ষণের নিমিত্ত তাঁরা ২৪-১১-২০১৪ তারিখ হতে ০৭-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত স্বীয় নামের পার্শ্বে উল্লিখিত দপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন। প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক তাঁদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন এ কার্যালয় প্রেরণ করবেন।

৪। বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা পরিচালনার নিমিত্ত ১৯১৩ সালের পিডিআর এ্যাক্টের ৩(৩) ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো।

নারায়ন চন্দ্র বর্মা
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৫ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.০১.০৯৯.১৪-৮৯৬—নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নামের বিপরীতে উল্লিখিত উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে বদলি/পদায়ন করা হলো।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদলিকৃত/পদায়নকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব এ.বি.এম.রওশন কবীর (পরিচিতি নং ১৬৪৫৩)	গাইবান্ধা	উপজেলা ভূমি অফিস ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।	উপজেলা ভূমি অফিস কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

২। এতে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। বর্ণিত কর্মকর্তাকে স্ব অধিক্ষেত্রে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা পরিচালনার নিমিত্ত ১৯১৩ সালের পিডিআর এ্যাক্টের ৩(৩) ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.০১.০৮৯.১৪-৯১৭—নিম্নবর্ণিত কানুনগোগণকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এল.এ শাখায়/উপজেলা ভূমি অফিসে বদলি করা হলো।

ক্রমিক নং	কানুনগোর নাম	নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়নকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব পরশুরাম রায়	নীলফামারী	উপজেলা ভূমি অফিস, জলঢাকা, নীলফামারী।	উপজেলা ভূমি অফিস, ডোমার, নীলফামারী।
(২)	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের	রংপুর	উপজেলা ভূমি অফিস, ডিমলা, নীলফামারী।	এল.এ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর।
(৩)	জনাব মোঃ দবিরুল ইসলাম	ঠাকুরগাঁও	উপজেলা ভূমি অফিস, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	উপজেলা ভূমি অফিস, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
(৪)	জনাব মোঃ খায়রুল আনাম	গাইবান্ধা	উপজেলা ভূমি অফিস, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।	উপজেলা ভূমি অফিস, সাদুল্ল্যাপুর, গাইবান্ধা ।
(৫)	জনাব মোঃ ছায়ফুল আলম	দিনাজপুর	উপজেলা ভূমি অফিস, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	উপজেলা ভূমি অফিস, ফুলবাড়ীয়া, দিনাজপুর।
(৬)	জনাব মোঃ মকছেদ আলী	দিনাজপুর	এল.এ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর।	উপজেলা ভূমি অফিস, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।
(৭)	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	বগুড়া	উপজেলা ভূমি অফিস, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	এল.এ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
(৮)	জনাব মোঃ তাইজুল ইসলাম	পাবনা	উপজেলা ভূমি অফিস, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট।	উপজেলা ভূমি অফিস, লালমনিরহাট সদর।
(৯)	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন	ফেণী	এল.এ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর।	উপজেলা ভূমি অফিস, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।
(১০)	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ	লালমনিরহাট	উপজেলা ভূমি অফিস, কাউনিয়া, রংপুর।	উপজেলা ভূমি অফিস, গংগাচড়া, রংপুর।

২। এতে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কাজী হাসান আহমেদ
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৪.০০০০.০০২.১২.০০১.১৪-১০২০—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়কে তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে এতদ্বারা বদলি/পদায়ন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর, পদবি, নিজ জেলা এবং স্পাউসের জেলা	যে প্রজ্ঞাপনমূলে ন্যস্ত	বর্তমান কর্মস্থল	বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ	বদলিকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মনিরা পারভীন (১৬৬৬৬), সহকারী কমিশনার (ভূমি), নিজ জেলা খুলনা, স্পাউসের জেলা প্রযোজ্য নহে।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং ৩১.০০. ০০০০.০৪৬. ১৯.০০৩.১৩-৭৯৬ তারিখ ১৩-১১-২০১৪	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।	১৬-১১-১৪	উপজেলা ভূমি অফিস, তালা, সাতক্ষীরা।
(২)	জনাব সালমা সেলিম (১৬৬৮৪), সহকারী কমিশনার (ভূমি), নিজ জেলা বরগুনা, স্পাউসের জেলা সাতক্ষীরা।	ঐ	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।	১৬-১১-১৪	উপজেলা ভূমি অফিস, শালিখা, মাগুরা।

২। বর্ণিত কর্মকর্তাদ্বয়কে বদলি/পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত এ কার্যালয় হতে অদ্য ০১-১২-২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে অবমুক্ত করা হলো। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদ্বয়কে এ কার্যালয় হতে কোন বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হয়নি।

৩। বদলি/পদায়নকৃত কর্মকর্তাদ্বয়কে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৩(৩) ধারামতে সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা অর্পণের মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবদুস সামাদ
বিভাগীয় কমিশনার।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৪

নং জিএ/৪-২০১৪(অংশ)/৩২৮৪—নিম্নবর্ণিত সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার/সহকারি পুলিশ সুপারদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদে স্থানে বদলি করা হলোঃ

(১) জনাব সৈকত শাহীন, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, লক্ষ্মীপুর—সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, এসপিবিএন, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ নাসিম মিয়া (বিপি-৮৫১২১৪৭৭০৫), সহকারি পুলিশ সুপার (সদর), লক্ষ্মীপুর—সহকারী পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, লক্ষ্মীপুর।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৩ ডিসেম্বর ২০১৪

নং জিএ/৪-২০১৩/৩৩২৫—জনাব মোঃ ইন্তেজার রহমান, পিপিএম (৫৬৭৪০১০১৯৯), সহকারি পুলিশ সুপার, পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে সহকারি পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা হিসেবে বদলি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৭ ডিসেম্বর ২০১৪

নং জিএ/২-২০১৩(অংশ)/৩৩৪৩—নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তগণ-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদে স্থানে বদলি করা হলোঃ

(১) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি-৭৮০৫১০৬৫৩৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, বরিশাল—অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা।

(২) জনাব মোহাঃ কাজেম উদ্দীন (বিপি-৭৫০৬১১৩৭৮০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নওগাঁ—অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা।

(৩) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (বিপি-৭৭০৫১০৪৭০৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি—অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।

(৪) জনাব নাজমুল হাসান (বিপি-৭৬০৫১২১৫৪৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম—অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি।

(৫) জনাব হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী (বিপি-৮৩১২১৪৭৭৫৫), সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, সিলেট—সহকারী পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা।

(৬) জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, (বিপি৮৮১২১৪৭৭৮৬), সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, রংপুর—সহকারী পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা।

(৭) জনাব মীর ফসিউর রহমান (বিপি-৫৯৮১১১৩৬৩৮), সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, খুলনা—সহকারী পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা।

(৮) জনাব কামরুন নেছা (বিপি-৮৪১২১৪৭৭৪৩), সহকারী পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, রংপুর—সহকারী পুলিশ সুপার, ৪র্থ এপিবিএন, বগুড়া।

(৯) জনাব মোঃ ইউনুস আলী মিয়া (বিপি ৬৪৮৮০৩২৩২৩), সহকারী পুলিশ সুপার, এসবি, ঢাকা, বর্তমানে সহকারি পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা হিসেবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত—সহকারী পুলিশ সুপার, রামগড় সার্কেল, খাগড়াছড়ি।

(১০) জনাব মোঃ শাহজাহান হোসেন (বিপি নং-৮২১০১২৬৮৭৭), সহকারী পুলিশ সুপার, রামগড় সার্কেল, খাগড়াছড়ি—সহকারী পুলিশ সুপার, এসবি, ঢাকা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিজ্ঞপ্তি নং-জিএ/৪-২০১৩ (অংশ-৩)/২৮২৪, তারিখ ১৯-১০-২০১৪ মোতাবেক ক্রমিক নং-৯ এ বর্ণিত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইউনুস আলী মিয়া (বিপি-৬৪৮৮০৩২৩২৩), সহকারী পুলিশ সুপার, এসবি, ঢাকা এর সহকারী পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা হিসেবে বদলির আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং জিএ/৪-২০১১(অংশ-২)/৩৩৪৮—নিম্নবর্ণিত সহকারী পুলিশ সুপারগণ-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদে/স্থানে বদলি করা হলো।

(১) জনাব মোঃ সোহান সরকার (বিপি-৮৮১২১৪৭৭৯২), সহকারী পুলিশ সুপার, ৭ম এপিবিএন, ঢাকা—সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (বিপি-৮২১২১৪৭৭৩৩), সহকারী পুলিশ সুপার, ৫ম এপিবিএন, ঢাকা—সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

(৩) জনাব মোঃ নূরে আলম (বিপি-৮২১৩১৫৯৩৮৫), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪র্থ এপিবিএন, বগুড়া—সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

(৪) জনাব মাহবুবুর রহমান (বিপি-৮৪১৩১৫৯৪০৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ৩য় এপিবিএন, খুলনা—সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

(৫) জনাব আরাফাতুল ইসলাম (বিপি-৮৭১২১৪৭৭৪৭), সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, বরিশাল—সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

(৬) জনাব মোঃ রকিবুল হাসান (বিপি-৮১১৩১৫৯৪৫০), সহকারী পুলিশ সুপার, ১ম এপিবিএন, ঢাকা—সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং জিএ/২-২০১৪(অংশ-১)/৩৩৬০—নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদ্বয়-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলি করা হলোঃ

(১) জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ তালুকদার (বিপি-৭০৯৮০১০০৬২), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল, বর্তমানে প্রেষণে এসবি, ঢাকায় কর্মরত—অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, টিডিএস, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি-৭৩০১০০৬৯৯১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, টিডিএস, ঢাকা, বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত।—অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, (টিআর), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১০ ডিসেম্বর ২০১৪

নং জিএ/৪-২০১১(অংশ-২)/৩৩৯৪—নিম্নবর্ণিত সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার/সহকারী পুলিশ সুপারগণ-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলি করা হলোঃ

(১) জনাব মাছুম আহাম্মদ ভূঞা (বিপি-৭৯০৬১১৯৭৭১), সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সদর), নড়াইল—সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (টিআর), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ (বিপি-৮১১২১৪৭৭৯১), সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা—সহকারী পুলিশ সুপার (সদর), নড়াইল।

(৩) জনাব বেলাল হোসাইন (বিপি-৮৬১২১৪৭৭৬৫), সহকারী পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশ—সহকারী পুলিশ সুপার, ১ম এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১১ ডিসেম্বর ২০১৪

নং জিএ/৪-২০১৪(অংশ)/৩৪১৭—জনাব এম, কে, এইচ, জাহাঙ্গীর হোসেন (বিপি-৭৫০৬১১৭৮৫৬), সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, র‍্যাব-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, ঢাকা হিসেবে বদলি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হাসান মাহমুদ খন্দকার, বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি
ইন্সপেক্টর জেনারেল।

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১০ ডিসেম্বর ২০১৪

নং জিএ/১০-২০১৪(ইন্স)/৩৩৯১—নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিতস্থানে বদলি করা হলোঃ

(১) জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন (বিপি-৬৮৯১০০৭৯৭২), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, নরসিংদী জেলা—সিআইডি, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ মামুন রানা (বিপি-৬৩৮৮০৩৭৯৪০), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, শরিয়তপুর জেলা—সিআইডি, ঢাকা।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শকদ্বয় বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ১৯-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ২০-১২-২০১৪ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

তারিখ, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং জিএ/২-২০১৪(ইন্স)/৩৪২৪—ডিএমপি, ঢাকার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (নৌ পুলিশে বদলীর আদেশপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ বাবুল মিয়া (বিপি-৬৭৮৬০১০৫৭৩) কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আবেদনক্রমে ঢাকা রেঞ্জে বদলি করা হলো।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিজ্ঞপ্তি নং-জিএ/২-২০১৪ (ইন্স)/২৫৮৭, তারিখ ২২-৯-২০১৪ মোতাবেক উক্ত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক-এর নৌ পুলিশে বদলীর আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

উক্ত পুলিশ পরিদর্শক বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ১৯-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ২০-১২-২০১৪ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/৬-২০১৪(ইন্স)/৩৪৪১—ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪, নারায়ণগঞ্জে কর্মরত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন খান (বিপি-৬৭৯০০৩৪৫২৯) কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আবেদনক্রমে সিলেট রেঞ্জে বদলি করা হলো।

উক্ত পুলিশ পরিদর্শক বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ২৩-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ২৪-১২-২০১৪ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/১-২০১৪(ইন্স)/৩৪৪৬—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিজ্ঞপ্তি নং জিএ/১-২০১৪(ইন্স)/৩০২৯, তারিখ ০৯-১১-২০১৪ মোতাবেক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (সিআইডি, ঢাকায় বদলীর আদেশপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ কামরুল হাসান (বিপি ৬৬৯০০৫৬৮৭২) এর সিআইডি, ঢাকায় বদলীর আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং জিএ/১-২০১৪(ইন্স)/৩৪৪৭—নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আবেদনক্রমে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো ঃ

(১) জনাব মোঃ শাহজাহান ভূঁইয়া (বিপি ৬৫৯০১১৭৯১১) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম জেলা (সিআইডি, ঢাকায় বদলীর আদেশপ্রাপ্ত)—সিএমপি, চট্টগ্রাম।

(২) জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন (বিপি ৬৭৯৩০০৬২১৭) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, চট্টগ্রাম জেলা (পিবিআই, ঢাকায় বদলীর আদেশপ্রাপ্ত)—সিএমপি, চট্টগ্রাম।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিজ্ঞপ্তি নং জিএ/১-২০১৪(ইন্স)/ ৩০২৯, তারিখ ০৯-১১-২০১৪ মোতাবেক উক্ত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদ্বয়ের যথাক্রমে সিআইডি, ঢাকা ও পিবিআই, ঢাকায় বদলীর আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

উক্ত পুলিশ পরিদর্শকদ্বয় বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ১৮-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ১৯-১২-২০১৪ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/১-২০১৪(ইন্স)/৩৪৪৮—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিজ্ঞপ্তি নং জিএ/১-২০১৪(ইন্স)/৩০২৯, তারিখ ০৯-১১-২০১৪ মোতাবেক চট্টগ্রাম জেলার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (পিবিআই, ঢাকায় বদলীর আদেশ প্রাপ্ত) জনাব মোঃ কবির হোসেন (বিপি ৬৫৯৩০১০৪৭৬) এর পিবিআই, ঢাকায় বদলীর আদেশ এতদ্বারা ৩১-০১-২০১৫ পর্যন্ত স্থগিত করা হলো।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শক বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১-২-২০১৫ তারিখে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ২-২-২০১৫ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/২-২০১৪(অংশ-১)(ইন্স)/৩৪৪৯—নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকগণকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো ঃ

(১) জনাব মোঃ আব্দুল অহিদ (বিপি ৫৭৭৫০৫৩৫০৪), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কক্সবাজার—সিআইডি, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান মাহবুব (বিপি ৭১৯৬০০৭৩০৩) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা—সিআইডি, ঢাকা।

(৩) জনাব মোঃ সোহেল আফজা (বিপি ৬৭৯০১০৮৯৮৮) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, কুষ্টিয়া জেলা—রংপুর রেঞ্জ।

(৪) জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মিয়া (বিপি ৭২০১০৩৮৫৬৬) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, যশোর জেলা—চট্টগ্রাম রেঞ্জ।

ক্রমিক নং-২ হতে ৪ এ বর্ণিত পুলিশ পরিদর্শকগণকে আবেদনক্রমে বদলী করা হয়েছে বিধায় তারা কোন যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শকগণ বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ২৩-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। ২৪-১২-২০১৪ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

নং জিএ/১২-২০১৪(ইন্স)/৩৪৫১—সিআইডি, ঢাকায় কর্মরত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আবু আক্কাছ আহমদ (বিপি ৬৬৯০০৬৫৫৬৫)-কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে রংপুর রেঞ্জে বদলী করা হলো।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শক বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ২৩-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ২৪-১২-২০১৪ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (Stand Release) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

এ,কে,এম শহীদুল হক, বিপিএম, পিপিএম
অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন)।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ নভেম্বর ২০১৪

নং জিএ/৫-২০১৪(অংশ)(ইন্স)/৩২৬২—নিম্নবর্ণিত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদ্বয়কে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জনস্বার্থে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত স্থানে বদলী করা হলো ঃ

(১) জনাব এস এম শহীদুল ইসলাম (বিপি ৭৯০৪০৯৮৭৮৪) নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিএমপি, চট্টগ্রাম—সিলেট রেঞ্জ।

(২) জনাব মোঃ আব্দুল করিম (বিপি ৬৬৯১০০৭৯৬৯), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, নেত্রকোনা জেলা—সিআইডি, ঢাকা।

উল্লিখিত পুলিশ পরিদর্শকদ্বয় বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ৭-১২-২০১৪ তারিখের মধ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ৮-১২-২০১৪ তারিখ হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (ঝঃধহফ জবষবধংব) হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

মোঃ আমির উদ্দিন, পিপিএম
এ্যাডিঃ আইজি (অর্থ ও উন্নয়ন),
অতিঃ দায়িত্বে, এ্যাডিঃ আইজি (প্রশাসন)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(সংস্থাপন শাখা)

অফিস আদেশ

তারিখ, ১১ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৩০.৬১০০.০১২.০৪.০১৯.১৪-৫৯১—ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১০-১১-২০১৪ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০০৩.১২-৭৮৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে বেগম লীরা তরফদার (১৬৩৭৪), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ-কে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে পদায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করায়, তাঁকে ন্যস্তকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্ত আগামী ১২-১১-২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে বর্তমান কর্মস্থল হতে অবমুক্ত করা হ'ল। তিনি আগামী ১৩-১১-২০১৪ তারিখ পূর্বাহ্নে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যোগদান করবেন।

২। তিনি তাঁর দায়িত্বভার বিকল্প কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করবেন।

মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর
(এল, এ শাখা)

আদেশ

তারিখ, ০২ নভেম্বর ২০১৪

নং ২৮২.০১২.০১৪.০১.০০.০০১.২০১১-২২০—মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং সিডি/ডিএ/১/১২(৪)/৮৫-২২৩(৭০), তারিখ ২৪-০৬-৮৪ এবং স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল ও অধিগ্রহণ (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুসরণে আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোহাম্মদ জাকীর হোসেন, জেলা প্রশাসক, শেরপুর এতদ্বারা জনাব অভিষেক দাশ (পরিচিতি নং ১৭০৯৭), সহকারী কমিশনার, শেরপুরকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের পক্ষে শেরপুর জেলার অধিক্ষেত্রের মধ্যে ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্পন করলাম।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
(এল,এ শাখা)
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
কেস নং ৪২/৬৪-৬৫(অংশ নথি)
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) অধীন অধিগ্রহণ নির্দেশমালা ১৯৯৭ এর ৭৫(ঘ-জ) অনুযায়ী সম্পৃক্ত অধিগ্রহণ এবং এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে অধিগ্রহণ নির্দেশমালা ১৯৯৭ এর ৭৫(ঘ-জ) অনুযায়ী সম্পৃক্ত অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা মানিকগঞ্জ, উপজেলা মানিকগঞ্জ সদর, মৌজা পশ্চিম বান্দুটিয়া।

আর এস দাগ নং	মোট পরিমাণ (একরে)
৮৩২	০.১৫

মোঃ মজিবর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর
(এল এ শাখা)
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
কেস নং ৩৭/১৯৮৭-৮৮
ফরম ঘ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে অনুমিত হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে অধিগ্রহণ করা হল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

মৌজা গোপালপুর, জে, এল, নং-৪, উপজেলা ফরিদপুর সদর, জেলা ফরিদপুর।

এস এ খতিয়ান নং	এস এ দাগ নং	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে) পূর্ণ/আংশিক
১২৩	৪২৪	০.০৬ আংশিক

ভূমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুরে ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

ড. কে. এম কামরুজ্জামান সেলিম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
কেস নং ০৫/১৯৮৬-৮৭
ফরম ঘ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে হবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে অনুমিত হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে অধিগ্রহণ করা হল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হল।

তফসিল

মৌজা মহারাজপুর, জে, এল, নং-৪০, উপজেলা ফরিদপুর সদর, জেলা ফরিদপুর।

এস এ খতিয়ান নং	এস এ দাগ নং	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একরে) পূর্ণ/আংশিক
৩	১৩৬	০.২৭ আংশিক
২৩৩	৪৭৮	০.১৯ ,,
২২৮	৪৭৯	০.১৭ ,,
২৪৫	৪৮০	০.১৩ পূর্ণ
৮৭	৭৫৩	০.১৪ আংশিক
১০৯	৭৫৬	০.০৯ ,,
অধিগৃহীত মোট জমির পরিমাণ = ০.৯৯ একর		

ভূমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুরে ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

ড. কে. এম কামরুজ্জামান সেলিম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

ঘোষণা

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১৪

নং এল. এ. কেস নং ৩১/৮০-৮১/২০১৪-২০০—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ১৯৪৮ সনের জরুরী হুকুম দখল আইনের আওতায় এল.এ ৩১/৮০-৮১ নং কেসমূলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁদপুর এর অনুকূলে "মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প" এর জন্য হুকুম দখল করা হইয়াছিল। উক্ত ভূমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণ করার পর অব্যবহৃত থাকার এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন কাজে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে না বিধায় নির্বাহী প্রকৌশলী, 'মেঘনা ধনাগোদা পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁদপুর স্মারক নং ৩২১১, তারিখ ১৫-১১-১৯৯৬ মূলে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর বরাবর সমর্পন করেন। সেহেতু, উক্ত সম্পত্তি অব্যবহৃত ভূমি হিসাবে পুনঃগ্রহণকরতঃ (রিজিউম) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর ৭৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের খাস জমি হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

তফসিল

জেলা চাঁদপুর, উপজেলা মতলব উত্তর, মৌজা ১২নং চান্দ্রাকান্দি।

খতিয়ান নং (সি এস)	দাগ নং (সি এস) জমির শ্রেণী	জমির পরিমাণ (একর)
৭৩	৬৫ নাল	০.০৭
২০১	৬৭ ,,	০.০৫
২২৯	৭০ ,,	০.৯৪
২১১	৭১ ,,	০.৪৯
২২৫	৭২ ,,	০.০৬
১৮৬	৭৩ ,,	০.১৪
৮১	৭৪ ,,	০.৩৮
১৩৫	৭৫ ,,	০.৩৩
১৪৫	৭৭ ,,	০.৪৭
১১২	৮০ ,,	০.১৭
১৮	৮৬ ,,	০.৭২
		মোট ৩.৮২ একর

মোঃ ইসমাইল হোসেন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(এল, এ শাখা)
এল এ কেস নং ০৭/২০১২-১৩
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ ইং সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ ইং সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা ও উপজেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌজা খাগচাইল, জে এল নং-১৮৩

খতিয়ান নং (আর, এস)	দাগ নং (আর, এস)	মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৫৪	৩২৭	১.৪০ নাল	০.১২
৮৫	৩২৮	০.৭৩ ,,	০.০৯
১৩৮	৩২৯	০.৭২ ,,	০.০২৮
৯৮	৩৩৮	০.৫২ ,,	০.০৮৫
৯৮	৩৩৯	০.৫৮ ..	০.০৫১

খতিয়ান নং (আর, এস)	দাগ নং (আর, এস)	মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১	৪৪২	১.৯০ রাস্তা	০.০২১
২১২	৪৮২	০.২৩ নাল	০.০০১
৪৬	৪৮৩	০.৫৬ ,,	০.১৩৪
৩১	৪৮৫	০.৪১ ,,	০.০০১
৯২	৪৮৬	১.২২ ,,	০.১০
৩৫	৪৮৭	০.৬৫ ,,	০.১১৪
৩৯	৪৮৮	০.৬০ ,,	০.০০১
৪৬	৫২৪	০.৫৮ ,,	০.০০৬
৯৮	৫২৫	০.৩৫ ,,	০.০৭৫
৯৮	৫২৬	০.৫৬ ,,	০.১০২
৭৭	৫২৭	০.৪৭ ,,	০.০১
৩১	৫৩৯	০.৬১ ,,	০.০৯৫
৩১	৫৪০	০.৩৬ ,,	০.০৫৮
৩১	৫৪১	০.৯১ ,,	০.১০৬
৭৭	৫৪২	০.৬১ ,,	০.০০৬
১৭৯	৫৪৯	০.৭০ ,,	০.০১৬
১০৫	৫৫১	০.৩৯ ,,	০.০৬৩
৭	৫৫২	০.৩৪ ,,	০.০৫৯
৭৭	৫৫৪	০.৪৭ ,,	০.০৮২
১৮০	৫৫৮	০.৮৪ ,,	০.১৪
৬১	৫৬০	০.৪৩ ,,	০.১০৮

মোট জমি = ১.৬৭২ একর

ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
২০১৩ সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং ৫/২০১৩-২০১৪
ফরম ঙ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

[১২(১) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু নিম্নতফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৭(৪) ধারামতে প্রাক্কলন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের বরাবরে ন্যস্ত করতে পারেননি ; এবং

যেহেতু উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরই সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেসের যাবতীয় কার্যক্রম আপনা আপনি বাতিল হয়েছে এবং এর জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নহেন।

সেহেতু, এক্ষণে ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১২ ধারার (১) উপধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করছি যে, ০৫-১১-২০১৪ তারিখ হতে নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হলো।

তফসিল

জেলা মৌলভীবাজার, উপজেলা জুড়ী, মৌজা বাছিরপুর, জে, এল, নং-১৩৯

খতিয়ান নং	দাগ নং (এস এ)	দাগ নং (আর এস)	পরিমাণ (একরে)
৩৫৭	৮৭৩	৯৪১	০.১৮
৪৮২	৮৭৪, ৮৭৫	৯৪০	০.১৫

মোট ০.৩৩ একর

মোঃ কামরুল হাসান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
অধ্যাদেশ ১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
মামলা নং ২০/৯০-৯১
ফরম ঘ
(৪নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ ইং সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ ইং সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ (২) ধারা উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা সুনামগঞ্জ, উপজেলা ছাতক, মৌজা ফকিরটিলা, জে এল নং-৭১

খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমাণ (একর)
৫২	১৬৯১ আং	০.০২
৪৩৪	১৬৯৪ ,,	০.০৫
১	১৬৯৯ ,,	০.০৫
১	১৭০০ ,,	০.১৭
১	১৭০৮ ,,	০.১৩
২৭৮	১৭১৬ ,,	০.০২
২৭৮	১৭১৭ ,,	০.০৩
২০০	১৭১৮ ,,	০.০২
২০০	১৭১৯ ,,	০.০৬
১	১৭২৬ ,,	০.০০৫

খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমাণ (একর)
৩০১	১৭৪০ ,,	০.০৩
৩৮৮	১৭৪১ ,,	০.০৩
৪৩৮	১৭৪৫ ,,	০.০৩
২৫০	১৭৪৭ ,,	০.০১
২৫০	১৭৪৬ ,,	০.০৫
৪৯৬	১৭৪৯ ,,	০.০৩
৪০৩	১৭৫০ ,,	০.০৩
৪০৪	১৭৫১ ,,	০.০৪
১৮১	১৭৫২ ,,	০.২৫
২০৩	১৭৫৪ ,,	০.০১
		মোট =০.৮৪ একর

মোট জমির পরিমাণ ০.৮৪ একর (কম/বেশী)।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

১৯৮২ সনের (২) নং অধ্যাদেশ মোতাবেক সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে অধিগ্রহণ মামলা নং ৬৮/১৯৮৩-১৯৮৪
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ ইং সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ ইং সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ (২) ধারা উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা সুনামগঞ্জ, উপজেলা ছাতক, মৌজা লক্ষীপুর, জে এল নং-২৫০

খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমাণ (একর) পূর্ণ/আংশিক
১৭	৩২	০.০২২৫ আংশিক
১৭	৩৩	০.০১২৫ ,,
১৭	৩০	০.০৩৫০ ,,
৩১	৩১	০.০৪০০ ,,
	মোট = ০.১১ একর	

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
(ভূমি হুকুম দখল শাখা)
অধিগ্রহণ কেস নং ০২/২০০৮-২০০৯
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলক ভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা মির্জাপুর, জে এল নং-১৫০, উপজেলা সাবেক পবা হাল বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।

আর. এস খতিয়ান নং	আর. এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৩৬/১ ও ৯১	৩৬ আংশিক	০.০৪
	মোট জমির পরিমাণ = ০.০৪ একর	

ভূমি অধিগ্রহণের নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

ড. দেওয়ান মোঃ শাহরিয়ার ফিরোজ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং ৬৩/১৯৮৮-৮৯
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে বর্ণিত তফসিল সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি শ্রীরামপুর মৌজায় আত্রাই নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, পাউবো নওগাঁ, এর অনুকূলে বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহার সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা শ্রীরামপুর, জে এল নং-৯২, উপজেলা মান্দা, জেলা নওগাঁ।

আর, এস, খতিয়ান নং	আর, এস, দাগ নং	দাগের জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৭, ১৩৮, ১৩৯	১০৯	০.২২	০.০৮
১৩৭, ১৩৮, ১৩৯	১১০	০.৩৩	০.১২
১৩৭, ১৩৮, ১৩৯	১১১	০.১৫	০.১৫
৫৯৭	৫০৬	১.৭৬	০.৪০
৭২৭	৫০৭	০.৩৬	০.১২
৭২৭	৫০৮	০.৩৭	০.১৬
৩৪	৫০৯	০.১৭	০.১০
৯০	৫১০	০.৮৬	০.৩৮
৭২০	৫১৯	০.৭৪	০.১৯
২৫৭, ৭৫২	৫২০	০.৬৪	০.২৮
৭৫২	৫২১	০.১৮	০.০৬
৩০৫	৫৪৯	০.৩১	০.০৭
৩০৫	৫৫০	০.১২	০.০৩
৩০৫	৫৫১	০.০৭	০.০৭
৩০৫	৫৫২	০.০৭	০.০৭
৭২৬	৫৫৩	০.২৬	০.০৬
৭৬৫	৫৫৪	০.১২	০.০১
৭৬৫	৫৫৫	০.০৭	০.০৭
৭৬৫	৫৫৭	০.২০	০.১৫
৭২৬	৫৬০	০.৩৬	০.১৪
২৫৭	৫৬১	১.০৫	০.২৮
২৫৭	৫৬২	০.২৬	০.০৬
৪০৭	৫৬৩	০.৬৭	০.১২
৪০৭	৫৬৪	০.৪৯	০.১২
২০৪	৫৭১	০.২২	০.১২
২৭৩	৫৭২	০.৪৪	০.২২
৫১৩	৫৭৩	১.০৬	০.২৬
২৯১	৫৭৪	১.৪৪	০.৩০
৫৭৩	৫৭৫	০.১৮	০.১৮
৩০৯	৫৭৬	১.৩৭	০.১৫
৩৭৪	৫৭৭	০.৭৩	০.০৭
৭৫৪	৫৭৮	০.২৯	০.২৯
৩৭৪	৫৭৯	০.২৬	০.০২
৫০৬	৫৮০	০.১০	০.০১
৪৪	৫৮৩	০.৮৬	০.০২
৪৬৩	৫৮৪	০.২৬	০.২৪
৪৪	৫৮৫	০.২৫	০.২৫
৪৪	৫৮৬	০.৫৭	০.০৪
৭৮২	৫৮৮	০.৭০	০.০৬
৭৮২	৫৮৯	০.১৪	০.১৪
৮৩০	৫৯০	০.৫৪	০.৪০
১	৬০৭	৯.২৬	৮.৫৪
৭৭২	৬০৯	০.১৯	০.১৩
৭৭৩	৬১০	০.১৭	০.০৩
৭৭২	৬০৮	০.১০	০.০৭
৬৬৭	৬৬৩	০.২৯	০.২৭
৬৬৭	৬৬৪	০.১৬	০.০১
৬৭২	৬৬৫	০.২৩	০.০৩
৬৭১	৬৬৮	০.১৫	০.০৬
৩৫০	৬৬৯	০.১৪	০.০৫
৯১৫	৬৭১	০.৭০	০.২০
৪৪৯	৬৭২	১.১৭	০.৪০
৯৪০	৬৭৫	০.২৪	০.১২
৯৪০	৬৭৬	০.২৪	০.২৪
১৮৫	৬৭৭	০.৫৯	০.১০
৪২	৬৭৮	০.১৫	০.০২
১	৭৬১	০.৪৩	০.০৪
৪২	৭৭৩	০.৪৬	০.১৬
৭৫৪	৭৭৪	০.১৭	০.১৭
৭৫১, ৭৫৪	৭৭৫	০.১৯	০.০১
৭৫৪	৭৭৬	১.০১	০.১১
৭৫৫	৭৯১	০.৪৬	০.১৬
৭৫৪	৭৯২	০.৬৭	০.১০
৭৫৪	৭৯৩	০.৪৩	০.২০
৮৩৭	৭৯৫	০.১৫	০.০৪
৩১৯	৭৯৬	০.৫৪	০.৫৪
৮৩৭	৭৯৭	০.১৫	০.১৫
৮৩৭	৭৯৮	১.৩৬	০.০২
৫৯৩	৮০৬	১.৩৭	০.৩৪
৪৪৯	৮০৭	০.২৪	০.২৪
১৮	৮০৯	০.৭০	০.০৮
৫১৬	৮১০	০.৬৪	০.০৮
৭৫৬	৮১১	০.৬০	০.০৯
৬২৫	৮১২	০.৬০	০.১০
৩	৮১৩	১.১২	০.২৭
৪০০	৮১৪	১.১১	০.১১
৭৬৫	৯০৯	০.১৫	০.০৮
৪৫২	৯১০	০.৩৬	০.২৭
১	৯২০	০.২১	০.০৪
১৮৫	১০২৭	০.০৫	০.০৫
৪৬৭	১০২৮	০.৪৭	০.০৮
৪৬৭	১০২৯	০.১০	০.১০
৩০৫	১০৩০	০.০৯	০.০৯
৩০৫	১০৩১	০.২০	০.০৮
৬২৬	১০৩২	০.১৫	০.১৫
৩০৫	১০৩৩	০.৪৬	০.৪৬
৪	১০৫৩	০.১৬	০.১৬
৪	১০৫৪	০.০৫	০.০৫

আর, এস, খতিয়ান নং	আর, এস, দাগ নং	দাগের জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২০৭	১০৫৫	০.২২	০.১৭
২০৭	১০৫৬	০.২৫	০.২০
৩৪৩	১০৬৪	০.৭০	০.৪৩
২৯	১০৬৫	০.৩১	০.০৬
১	১৫৮৪	০.৬৪	০.২০
১	১৬১৬	১.০২	০.০৮
৭৭৮	১৬১৭	০.৭৯	০.৫৩
৭৭১	১৬১৮	১.২৭	০.৪১
৩৪৩	১৬২২	১.০৩	০.১৭
১	১৬২৩	০.৭৬	০.৩৩
১	১৬১৮/১৯৬৬	১.৩৪	১.০২
		মোট = ২৪.৫৫ একর	

মোট জমির পরিমাণ কম/বেশী = ২৪.৫৫ একর।

ভূমি নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
ভূমি হুকুম দখল শাখা
এল এ কেস নং ১০/২০০৭-০৮
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে;

সেহেতু এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ নং ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা মেঘাই, জে, এল, নং-৩৩, উপজেলা কাজিপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং	আর এস	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২২৯	আং	০.০০৫০
২৩১	,,	০.০৫০০
২৩২	পূর্ণ	০.২৫০০
২৩৩	,,	০.০৪০০
২৩৪	আং	০.০২৫০
২৩৫	পূর্ণ	০.২১০০
২৩৬	,,	০.১৭০০
২৩৭	,,	০.২১০০
২৩৮	,,	০.২১০০
২৩৯	আং	০.২১০০
২৪০	,,	০.১৫০০
২৪১	,,	০.১২০০
২৪২	,,	০.০৩৫০
২৪৬	,,	০.০১০০
২৪৭	,,	০.০৫০০
২৩৪/১৯৯৮	,,	০.০০৫০
২৩৪/১৯৯৯	পূর্ণ	০.০৯০০
৩১৪৮	আং	০.০৫০০
৩১৪৯	পূর্ণ	০.২২০০
৩১৫০	আং	০.১৫০০
৩১৫৩	,,	০.০৩৫০
৩১৫৪	পূর্ণ	০.০৪০০
৩১৫৫	,,	০.১০০০
৩১৫৬	,,	০.০৩০০
৩১৫৭	আং	০.২৬০০
৩১৫৮	পূর্ণ	০.০৬০০
৩১৫৯	পূর্ণ	০.০২০০
৩১৬০	,,	০.০৮০০
৩১৬১	,,	০.১০০০
৩১৬২	,,	০.১৬০০
৩১৬৩	,,	০.০৩০০
৩১৬৪	,,	০.৪৫০০
৩১৬৫	আং	০.০২০০
৩১৬৬	,,	০.২২০০
৩১৮৫	,,	০.০৫০০
৩২০০	,,	০.২৬০০
৩২০১	,,	০.৪০০০
৩২০২	,,	০.০১০০
৩২০৮	,,	০.২৩৫০
	মোট =	৪.৮২ একর

ভূমি নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
ভূমি হুকুম দখল শাখা
এল এ কেস নং ১৫৭ জি/১৯৮৮
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামুলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে

উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ নং ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা চাকদহ, জে, এল, নং-১১৬, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া।

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১	৭	০.০৬
৬৩	১০	০.০৬
১৭৬	১১	০.০৭
১	১২	০.০৪
১৭৬	১৩	০.০৭
৭০	২০	০.০৯
৬৩	২১	০.০৯
১৬৬	২২	০.১১
১৩৩	২৩	০.০৭
৪৪	২৪	০.০১
২৫	২৭	০.০৫
৫৯	২৮	০.০৫
৪৪	৩২	০.০১
৬৩	৩৩	০.০১
১৩৩	৩৪	০.০৭
১৬৬	৩৫	০.০১
১৩৩	৩৬	০.০৪
১৬৬	৩৭	০.০৮
৩৫	৩৯	০.০১
৩০	৪২	০.০৩
১৬৬	৪৩	০.১১
১৩৩	৪৪	০.২২
১৬৫	৪৫	০.০৯
১৭১	৮৬	০.০৪
১৬৬	৮৭	০.২৯
১৩৩	৮৮	০.০৪
১৩৭	৮৯	০.১০
১৩৭	৯০	০.০৮
১৩৭	৯২	০.০৫
১৭১	৯৩	০.০৩
৪৯	৯৪	০.০৪
২৫	৯৫	০.০৩
৪৪	৯৬	০.০২
৫৩	৯৭	০.০৯
৫৯	৯৮	০.০৩
৭০	৯৯	০.০১
৬৩	১০০	০.১০
৫৯	১০১	০.০১
৭০	১০২	০.০৪
৪৪	১০৩	০.০৪
২৫	১০৪	০.০২
৫৭	১০৫	০.০৫
১৩৭	১০৬	০.০১
২৫	১০৭	০.০৩
৪৪	১০৮	০.০৩
৪৮	১১১	০.০৪
১৭১	১১২	০.০১
১৩৭	১১৩	০.০১
৭০	১১৪	০.০৪
	সর্বমোট =	২.৭৩ একর

মোঃ মাহমুদুল আলম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর
(রাজস্ব শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৫৫.৮৫০০.০১০.০১.০৪৬.১৪-২১৮৪(২৪০)—এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মুদ্রণ, লেখসামগ্রী ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, বগুড়া হতে সরবরাহকৃত আর, আর বহির ডি-৮৬২৪২৭ হতে ডি-৮৬২৪৩৩ নং পর্যন্ত মূল ও কার্বন পাতা সংযুক্ত নাই।

এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত আর আর বহির মূল ও কার্বন পাতা নং ডি-৮৬২৪২৭ হতে ডি-৮৬২৪৩৩ পর্যন্ত এতদ্বারা বাতিল করা হলো। যদি কেহ বর্ণিত পাতাগুলি কোন অফিস/আদালতে বা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন, তবে তা অবৈধ বা বে-আইনী বলে গণ্য হবে এবং ব্যবহারকারী আইনতঃ দণ্ডনীয় হবেন।

ফরিদ আহাম্মদ
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা
(এল, এ, শাখা)
এল. এ. কেস নং ০৬/২০০৯-১০
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হবে এবং তদনুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হবে বলিয়া গণ্য হয়েছে;

সেহেতু এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ নং ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা নাওভাঙ্গা, জে, এল, নং-২০৭, উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)	বর্তমান শ্রেণী
৮৪	৭	০.১৭	দলা
৩৭	৮	০.১৮	দলা
৮৪	৯	০.০৬	দলা
৩৭	১০	০.০৮	দলা
৯৪, ১০৮	১১	০.০২	দলা
২৯, ৩০	১২	০.০১	দলা
৯৪, ১০৮	১৩	০.০৮	দলা
২৯, ৩০	১৪	০.০৬	দলা
৩৭	১৫	০.০৭	দলা
২৯, ৩০	২২	০.০৮	দলা
১০৪, ১০৫	২৩	০.৩৩	দলা
২৯, ৩০	২৪	০.০৩	দলা
৩৭	২৮	০.০৪	দলা
৯৪, ১০৮	২৯	০.০১	দলা
২৯, ৩০	৩০	০.২২	দলা
৮৪	৩১	০.০৯	দলা
৩৭	৩২	০.০৬	দলা
১০৪, ১০৫	৩৩	০.০২	দলা
২৯, ৩০	৩৫	০.০২	দলা
২৯	৬৩৬	০.০৭	ভিটা
২৯	৬৩৭	০.০২	ভিটা
২৯	৬৩৮	০.১৩	ভিটা
৩৭	৬৩৯	০.০৬	ভিটা
৮৪	৬৪০	০.০১	দলা
৮৪	৬৪৮	০.০১	ভিটা
৩৭, ৮৪	৬৪৯	০.০৩	ভিটা
১০৪, ১০৫	৬৫১	০.১৭	ভিটা
৯৪, ১০৮	৬৫২	০.১২৯	ভিটা
৩৭	৬৫৪	০.০১	দলা
৮৪	৬৫৫	০.০৪	দলা
৩৭	৬৫৬	০.১৬	দলা
৯৪, ১০৮	৬৫৭	০.০৮	দলা
৮৪	৬৭৩	০.০৪	দলা
১১৭	৬৭৪	০.০৬	দলা
১৩১	৬৭৫	০.০৪	দলা
১২৪, ১২৫	৬৭৬	০.১০	দলা
৮৪	৬৭৭	০.০৮	দলা
৩৭	৬৭৮	০.০৪	দলা
৮৪	৬৭৯	০.০১	দলা
৮৪	৬৮০	০.০১	দলা
৩৭	৬৮১	০.০৩	দলা
৩৭	৬৮২	০.০১	দলা

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)	বর্তমান শ্রেণী
১৩১	৬৮৯	০.০৭	ভিটা
১৩৩	৬৯০	০.০৫	ভিটা
১৩৩	৬৯১	০.০৪	ভিটা
১৩৩	৬৯২	০.০২	ভিটা
১৩৩	৬৯৩	০.০২	ভিটা
১৩১	৬৯৪	০.০৩	ভিটা
১৩৩	৬৯৫	০.০২	ভিটা
১৩৩	৬৯৬	০.০২	ভিটা
১৩১	৬৯৭	০.০৪	ভিটা
৮৫	৬৯৮	০.২৫	দলা
১৩০	৭০২	০.০৯	ভিটা
১২৪, ১২৫	৭০৪	০.০২	দলা
২০, ৫২, ৮৫	৭০৫	০.০৬	ভিটা
১২২, ১২৭, ১২৮, ১৩৫	৭০৬	.০২	ভিটা
২০	৭০৭	০.০৩	ভিটা
৬, ১০০	৭০৮	০.১০	ভিটা
২০	৭০৯	০.০৮	ভিটা
৬, ১০০	৭১৪	০.০২	দলা
১২৫, ১৩০	৭১৫	০.০২	দলা
১৩৫	৭১৬	০.০৯	দলা
১২২	৭১৭	০.০২	দলা
১০০, ১২২, ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১৩৫	৭১৮	০.৩৪	দলা
৬	৭১৯	০.০৬	নদী
৫২	৭২০	০.০৪	নদী
২০	৭২১	০.০৭	নদী
৮৪	৭২২	০.০৭	নদী
১৩০	৭৩৬	০.০৩	নদী
৫২	৭৩৯	০.০১	নদী
৬, ১০০	৭৪০	০.০৩	নদী
১২৪, ১৩০	৭৪১	০.০৪	নদী
৫২	৭৪২	০.০৫	নদী
৬	৭৪৩	০.০৩	নদী
৮৪	৭৪৪	০.০৫	নদী
৮৫	৭৪৫	০.০৭	নদী
১৩৫	৭৪৬	০.০১	নদী
১২৭	৭৪৭	০.০১	নদী
১২৩	৭৪৯	০.০২৫	নদী
৮৪, ৮৫	৭৫০	০.০৯	নদী
৫২	৭৫১	০.০৪	দলা
২০	৭৫২	০.২৭	দলা
১৩৫	৭৫৩	০.০০৫	দলা
৫২	৭৫৫	০.২৫	দলা
২১	৭৫৬	০.১৫	দলা
৬	৭৯৯	০.০৩	দলা
৫২	৮০০	০.০২	দলা
১১০	৮০১	০.০২	দলা
১১২	৮০২	০.০১	দলা
	মোট =	**৫.৮৯৯ একর**	

মৌজা কাজলা, জে এল নং ২০৯, উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)	বর্তমান শ্রেণী
১, ৯৪, ৯৫	৩০৪	০.২২	দলা
৩১	৯৫০	০.০২	দলা
৩১	৯৫২	০.০২	দলা
৩৭	১০৩১	০.০১	দলা
৩৬	১০৩২	০.৪৩	দলা
৪৫	১০৩৩	০.০৫	দলা
৪৫	১০৩৪	০.১৭	দলা
৩৯	১০৩৫	০.১৪	দলা
৫২	১০৩৭	০.২০	দলা
৪১	১০৩৮	০.০৫	দলা
৪১	১০৪৬	০.০৯	দলা
৩৬	১০৪৭	০.২৪	দলা
২১	১০৪৮	০.০৩	দলা
৬৪, ৬৫	১০৪৯	০.০৯	দলা
৩৭	১০৫০	০.০৫	দলা
৫০	১১২৪	০.২৪	দলা
৬৪, ৬৫	১১২৫	০.৪৪	দলা
৬৪, ৬৫	১১২৬	০.০৩	দলা
৫০	১১২৯	০.০৩	দলা
৩৭	১১৪৫	০.০৮	দলা
৩৭	১১৪৬	০.২০	দলা
৩৭	১১৪৭	০.১৬	দলা
৭৮	১১৪৮	০.১৬	দলা
৪৮	১১৪৯	০.০৮	দলা
১১২	১১৫১	০.০৮	দলা
১	১১৬৯	০.২০	দলা
৩৭	১১৭১	০.০২	দলা
	মোট =	৩.৫৩ একর	

মৌজা বড়দহ, জে এল নং ২০৮, উপজেলা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)	বর্তমান শ্রেণী
২৮৬	৭০০	০.০৩	ভিটা
৩৫৭	৭০১	০.১২	ভিটা
২৫৪	৭০৩	০.০৭	ভিটা
৩৪৮, ৩৫৯, ৩৯৭	৭০৪	০.০৬	ভিটা
৩৫৯	৭৪৪	০.০১	ভিটা
৩৪৮, ৩৯৭, ২৮৬, ৩৫৯	৭৪৫	০.০৯	ভিটা
৩৫৭	৭৪৬	০.০২	ভিটা
২৮৪, ৩৫৭	৭৪৭	০.১২	ভিটা
২৫৪	৭৪৮	০.০৫৬	ভিটা
৩৫৭	৭৪৯	০.১৩	ডোবা
৪৩০	৭৫০	০.০১	ভিটা
৪০৯	৭৫১	০.০৩	ভিটা
২৭৮	৭৫২	০.১৬	ভিটা/দলা
৪১১	৭৫৩	০.৪৫	দলা/ভিটা
৪০৯	৭৫৪	০.০২	ভিটা
৪১০	৭৫৫	০.১০	ভিটা
২৭৮	৭৫৬	০.০৩	ভিটা
৩২৮	১০৪২	০.০২	দলা
৩৪৮	১০৪৩	০.১৯	দলা
২৮৪	১০৪৪	০.০৪	দলা
৩৯৭	১০৪৫	০.০৭	ভিটা
২৭৮	১০৪৬	০.১০	ভিটা
৩৬১	১০৪৭	০.০৩	ডোবা
৩৫৭	১০৬০	০.৪৬	দলা
৩৯৭	১০৬৫	০.০১	দলা
২৮৪	১০৬৬	০.০৯	দলা
২৫৪	১০৬৭	০.২৩	দলা
৩৫৭	১০৬৮	০.০২	দলা
৩৯৭	১০৭০	০.০১	দলা
৩৬৩	১০৭১	০.১৭	দলা
	মোট =	২.৯৪৬ একর	

সর্বমোট ১২.৩৭৫ একর (কম/বেশী)।

আলেয়া খাতুন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা
এল, এ (সাঃ) শাখা
১৯৮২ সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ কেস নং ১৮/২০১২-১৩
ফরম চ
(৬ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞপ্তি
[১২(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৮/২০১২-১৩ নং কেসের কার্যধারা ২০১৩ সনের ২৭ মে তারিখে শুরু করা হইয়াছিল, অথচ ইহার জন্য এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই।

সেহেতু এক্ষণে, উপরোক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্ণ অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

তফসিল

মৌজা মুজগুন্নী, জে, এল, নং-১১, উপজেলা খালিশপুর, জেলা খুলনা।

দাগ নং (আর, এস)	পূর্ণ/আংশিক	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
২১১০	আংশিক	০.০৫
	মোট =	০.০৫ একর

আনিস মাহমুদ
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
এল, এ কেস নং ৮০/৬৪-৬৫ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ভূমির
মধ্যে অব্যবহৃত ভূমি পুনঃগ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন, ১৯৪৮ এর বিধান মতে সড়ক ও জনপথ বিভাগরে অনুকূলে সড়ক নির্মাণের জন্য ৮০/৬৪-৬৫ নং এল, এ কেসের মাধ্যমে অধিগৃহীত নিম্ন তফসিল বর্ণিত ৩.৭৭ একর ভূমি অব্যবহৃত এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

যেহেতু, অধিগ্রহণকৃত জমি দীর্ঘদিন যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর ১৭(১) ও ১৭(২) ধারামতে অধিগৃহীত সম্পত্তি সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা ব্যতীত ভিন্ন কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে উক্তরূপ সম্পত্তি জেলা প্রশাসক বরাবর বাধ্যতামূলকভাবে সমর্পণ করার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৭ ও ৭৮ নং অনুচ্ছেদে একই রকম নির্দেশনা রয়েছে। অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি সম্পর্কে সরেজমিনে পরিমাপ করে সার্ভেয়ার, কানুনগো এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রতিবেদন এবং গত ৩০-৪-২০১৪ তারিখে জেলা রিজিউম কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত জমি পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ৭৭ ও ৭৮ নং অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক নিম্ন তফসিল বর্ণিত ৩.৭৭ (তিন দশমিক সাত সাত) একর জমি পুনঃগ্রহণক্রমে (রিজিউম) ১নং সরকারি খাস খতিয়ানে আনয়ন করার আদেশ প্রদান করা হলো।

তফসিল

জেলা-বাগেরহাট, উপজেলা বাগেরহাট সদর, মৌজা-ফুলবাড়ী, জে, এল, নং ১০৮

খতিয়ান নং	দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত/ হুকুম দখলকৃত জমি	পুনঃগ্রহণ (রিজিউমকৃত) জমি
২০, ২১	৬২	০.৫৫	০.০১
২৫	৮৯	১.৮৮	১.১০
২	১০৭	০.১১	০.০৭
		উপ-মোট =	১.১৮ একর

জেলা বাগেরহাট, উপজেলা বাগেরহাট সদর, মৌজা-চুনাখোলা, জে, এল, নং ১২৫

খতিয়ান নং	দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত/ হুকুম দখলকৃত জমি	পুনঃগ্রহণ (রিজিউমকৃত) জমি
২	১	০.১১	০.০৭
১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১	৪	১.৭৬	০.৯১
৮৩	১৯১	১.৪৮	০.২৩
১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১	১৯২	২.০২	১.২১
১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২০	৩২০	০.২৮	০.১৭
		উপ-মোট =	২.৫৯ একর

মোট পুনঃগ্রহণকৃত (রিজিউম) জমি = (১.১৮ একর + ২.৫৯ একর) = ৩.৭৭ একর।

মাহমুদুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা।
১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ
কেস নং (সাঃ)-০২/২০০৯-২০১০
"ঘ"
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন-তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২(২ নং অধ্যাদেশ)-এর ১০ ধারা মোতাবেক উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১(২) ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা ৩৬ নং নিশ্চিন্তপুর, উপজেলা-কালীগঞ্জ, জেলা ঝিনাইদহ।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৯৯	৫৮৭	০.৮১	০.১২৩৫
৫২০	৫৮৮	০.৫১	০.২০৬৫
		মোট =	০.৩৩ একর

মোঃ শফিকুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৯ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪১.০৩৭৪.০০০৪১.০০৭.১৩-৭৭৯—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর ১১ ও ১২ ধারা এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্য/সদস্যা পদত্যাগ, অপসারণ এবং শূন্যতা বিধিমালা ১৯৮৪ এর ১৩ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি মোঃ লোকমান হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি যে, রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত ০২ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব রওশনারা বেগম, স্বামী-মাবিয়া মিয়া, গ্রাম-মাছিমপুর, ডাকঘর-মুড়াপাড়া, উপজেলা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ, গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ সকাল ১০.৫০ ঘটিকায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যু জনিত কারণে ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ হতে মুড়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত ০২ নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ লোকমান হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পূর্বধলা, নেত্রকোণা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩০ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৩০.৭২৮৩.০০৬.১৮.০১১.১৪-৭১৯(৫)—এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নেত্রকোণা জেলাধীন পূর্বধলা উপজেলার ২নং হোগলা ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের সদস্য জনাব তালবক্স ফকির, পিতা-মৃত আঃ রহিম ফকির, গ্রাম-দামপাড়া, পূর্বধলা, নেত্রকোণা গত ২৪-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার স্ট্রোকজনিত কারণে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না.....রাজিউন)।

তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন' ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোণা-উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের সদস্য পদটি ২৪-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কিশোরগঞ্জ সদর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১২.৪৮৪৯.০০০.০২.০৮১.১৪-৫৯১—কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ৮নং মারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব আব্দুর রশিদ গত ২৯-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় এবং চেয়ারম্যান, মারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, কিশোরগঞ্জ সদর কর্তৃক ০২-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বিষয়টি অবগত করায় আমি এ. এস. এম ফেরদৌস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কিশোরগঞ্জ সদর এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছি যে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২)(১) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে কিশোরগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ৮নং মারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি ২৯-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে শূন্য ঘোষণা করিলাম।

এ.এস. এম ফেরদৌস
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
হাতিয়া, নোয়াখালী।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১৪

নং ০০.০০.৭৫৩৬.০০০.৪৬.০০৬.১৪-৬৯৬—এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নোয়াখালী জেলাধীন হাতিয়া উপজেলার ৫নং চর ঈশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের ০৩নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সাধারণ সদস্য জনাব সাখাওয়াত উল্যাহ, পিতাঃ আলী আহাম্মদ, মাতাঃ ছায়েরা খাতুন, গ্রামঃ পন্ডিত গ্রাম, পোঃ আফাজিয়া বাজার, উপজেলাঃ হাতিয়া, জেলাঃ নোয়াখালী গত ১৭-১১-২০১৪ খ্রি. তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ এর (২) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে আমি আবু হাসনাত মোঃ মঈনউদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাতিয়া, নোয়াখালী এতদ্বারা সদস্য এর মৃত্যুজনিত কারণে একই আইনের ৩৫(১)(ঙ) ধারা মতে তাঁর মৃত্যুর তারিখ অর্থাৎ ১৭-১১-২০১৪ খ্রি. তারিখ হতে উক্ত ৫ নং চর ঈশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের ০৩নং ওয়ার্ডের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

আবু হাসনাত মোঃ মঈনউদ্দিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৫৫৬.০০৬.০০.০০১.২০১৪-৮৪০—এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন ০৫ নং ঝলম (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোশারফ হোসেন হাওলাদার, পিতামৃত-ইসমাইল হাওলাদার, গ্রাম-লাউলহরী, পোঃ-পোমাগাঁও বাজার, উপজেলা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য/(মৃত্যুজনিত কারণে) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০১০ এর ৩৫ (১) ও (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক উল্লিখিত তারিখ হতে ০৫ নং ঝলম (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোশারফ হোসেন হাওলাদার, পিতামৃত-ইসমাইল হাওলাদার, গ্রাম-লাউলহরী, পো-পোমাগাঁও বাজার, উপজেলা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোস্তফা মোরশেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বদলগাছী, নওগাঁ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২১/২৫ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.০৩.৬৪০৬.০০০.০৪.০১৬.১৪-১৩১৬—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৪ ধারা এর ৪(ক) উপধারা মোতাবেক নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলাধীন ৮নং বালুভরা ইউনিয়ন পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব শ্রী জয় কুমার ঘোষ বিগত ১১-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে যথাক্রমে ০১-০৯-২০১৩, ২৪-১১-২০১৩ এবং ১৬-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পরপর ৪টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সভায় অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত থাকায় স্বীয়পদ (ইউপি সদস্য) হতে অপসারণ যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চেয়ারম্যান, বালুভরা ইউপি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সভার রেজুলেশন সহ পত্র প্রেরণ করেন। তদপ্রেক্ষিতে গত ০৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০৫.৪৩.৬৪০৬.০০০.০৪.০১৬.১৪-১২৫৭ নং স্মারকে তার স্বীয় ইউপি সদস্য পদ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৫(২) এর উপধারা (১) মোতাবেক কেন শূন্য ঘোষণা করা হবে না তা পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রসেস সার্ভার কর্তৃক তার বাড়ীতে জারী করতে গেলে তাকে না পাওয়ায় লটকাইয়া জারী করা হয়। তার ছোট ভাই জানান যে, দীর্ঘ দিন থেকে তার ভাই নিরুদ্দেশ রয়েছে। এছাড়া তার কোন প্রকার আবেদনও পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায় আমি মোঃ হুসাইন শওকত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বদলগাছী, নওগাঁ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৫(২) এর উপধারা (১) মোতাবেক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এ উপজেলাধীন বালুভরা ইউনিয়ন পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জনাব শ্রী জয় কুমার ঘোষ এর সদস্য পদ ২৫-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ থেকে এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ হুসাইন শওকত
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
চৌহালী, সিরাজগঞ্জ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৯ কার্তিক ১৪২১/৩ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৫০.৮৮২৭.০০০.০১.০০৪.১৩-৪২৪—জনাব মোঃ লাল মিয়া সরকার, ৩নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য, ৫নং খাষকাউলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ গত ২৭-০৭-২০১৪ খ্রি. তারিখে বার্ধক্য জনিত কারণে নিজ বাসভবনে মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না.....রাজিউন)। তার মৃত্যুর কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধিমালার ধারা ৩৫ এর (ঙ) উপ-ধারা অনুযায়ী উক্ত আসন গত ২৭-০৭-২০১৪ খ্রি. তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করা হলো।

মোঃ আব্দুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অঃদাঃ)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ধুনট, বগুড়া।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২১/১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ১৭.০৪.১০২৭.০০০.৪১.৭৯.১৪-৩১১(নির্বাচন)—বগুড়া জেলাধীন ধুনট উপজেলার ১০ নং গোপালনগর ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সাধারণ সদস্য মোঃ আবু ওহাব সরকার, পিতাঃ মৃত গিয়াস উদ্দিন সরকার, গ্রামঃ রাভিলা, ডাকঘরঃ ছাতিয়ানী, উপজেলাঃ ধুনট, জেলাঃ বগুড়া গত ২৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ শনিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)।

বর্ণিত ইউপি সদস্য মৃত্যুবরণের কারণে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ৩৫ ধারার (১) উপ-ধারার (ঙ) এবং (২) উপ-ধারার (১) অনুযায়ী আমি মোঃ হাফিজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধুনট, বগুড়া এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে, ধুনট উপজেলার ১০ নং গোপালনগর ইউনয়ন পরিষদের ০৯ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য পদটি ২৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ হাফিজুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

[একই স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৫৫.৯৪৯৪.০০০.০০.০০০.২০১৪-১২৯৭—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৯ এর ৩৫(১)(ঙ) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য (পদত্যাগ, অপসারণ ও পদশূন্যতা) বিধিমালা ২০০৯ এর ৩৫ (২) ধারা অনুযায়ী আমি, মোহাম্মদ গোলাম আজম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছি যে, অত্র উপজেলার ১৪নং রাজাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ মাঈনুদ্দীন শরীফ, পিতা-মোঃ মিরাজুল ইসলাম, গ্রাম-রাজারামপুর, উপজেলা-ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা-ঠাকুরগাঁও গত ৩০-০৯-২০১৪ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

অতএব, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারামতে তার মৃত্যুর তারিখ হতে উক্ত সদস্য পদটি শূন্য বলে ঘোষণা করলাম।

মোহাম্মদ গোলাম আজম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা, ১৯৮২
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর অধীনে
অধিগ্রহণ কেস নং-০৮/২০১৩-২০১৪
ফরম "ঘ"
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং ভূমি হুকুমদখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ)-এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইতেছে;

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলাঃ দিনাজপুর, উপজেলাঃ খানসামা, মৌজাঃ বিষ্ণুপুর, জে.এল নং-১১

খতিয়ান নং (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	দাগের শ্রেণি (এস.এ)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১০৯	৬৩৪	ডাংগা	০.৭০	০.৩৩

সর্বমোট = সম্পত্তির পরিমাণ সর্বমোট ০.৩৩ একর কম/বেশী।
(জমির নক্সা ও দাগসূচি এই অফিসে সংরক্ষিত)

মোঃ এনামুল হক
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পটুয়াখালী সদর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪

নং ০৫.১০.৭৮৯৫.০০২.১১.০১৬.২০১৪-৮৪২—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা মোতাবেক অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি নুর আলম (পরিচিতি নং-১৫৮০৩), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছি যে, অত্র উপজেলার ৮নং মাদারবুনিয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসির হাওলাদার মৃত্যুবরণ করায় (ইন্না লিল্লাহে.....রাজিউন) ৮নং মাদারবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য পদটি ০৯-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

নুর আলম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০১ অক্টোবর ২০১৪

নং ০৫.১০.৭৯৭৩.০০৫.১৮.০৫০.১৪-৫২০(৭)—পিরোজপুর জেলাধীন পিরোজপুর সদর উপজেলার ৫নং টোনা ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং সংরক্ষিত আসনের (ওয়ার্ড নং ৭, ৮, ৯) মহিলা সদস্য মলিনা রানী পাল, স্বামী-চিত্ত রঞ্জন পাল, গ্রাম-মূলগ্রাম, ডাকঘর-রায়েরকাঠী, পিরোজপুর সদর, জেলা-পিরোজপুর গত ২৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিঃ সময় তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ (২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর এতদ্বারা উক্ত সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে একই আইনের ৩৫(১) এর (ঙ) ধারামতে তার মৃত্যুর তারিখ অর্থাৎ ২৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে উক্ত ৫নং টোনা ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং সংরক্ষিত আসনের (ওয়ার্ড নং ৭, ৮, ৯) মহিলা সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১/২৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ৪৬.৪০.৫০.৭৯.৬৭৭.১৭.০১১.১৪-১১১৫—এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি খোদেজা খাতুন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, কুষ্টিয়া সদর উপজেলাধীন ০৭ নং আইলচারা ইউনিয়ন পরিষদের ০৪ নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত জনাব মোঃ কাশেম আলী, পিং-মৃতঃ করম আলী, মাতাঃ মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন, গ্রামঃ বল্লভপুর, পোঃ পোড়াদহ, উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া গত ১৭-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)।

এমতাবস্থায়, উক্ত ০৭ নং আইলচারা ইউনিয়ন পরিষদের ০৪ নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্য পদটি ১৭-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করা হলো।

খোদেজা খাতুন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.১৪.০০২.১৪-১০৬২—এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার আওতাধীন ০৬ নং রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের ০৬ ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য জনাব মোঃ শহর আলী, পিতা মৃত-হাসমত আলী, মাতাঃ মোছাঃ মমতাজ বেগম, গ্রামঃ পশ্চিম বাড়ান্দি ডাকঘরঃ রায়পুর, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা গত ২২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)। এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৫ এর ১(ঙ) এবং (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে উল্লিখিত তারিখ থেকে ০৬ নং রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের ০৪ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য জনাব শহর আলী, পিতামৃত-হাসমত আলী, মাতাঃ মোছাঃ মমতাজ বেগম, ডাকঘর, রায়পুর, উপজেলাঃ জীবননগর, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গার সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ নূরুল হাফিজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৯ নভেম্বর ২০১৪

নং ০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.১৪.০০২.১৪-১০৬৫—এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার আওতাধীন ০৬ নং রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের ০৬ ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য জনাব মোঃ শহর আলী, পিতামৃত-হাসমত আলী, মাতাঃ মোছাঃ মমতাজ বেগম, গ্রামঃ পশ্চিম বাড়ান্দি, ডাকঘরঃ রায়পুর, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা গত ২২-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)। এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ এর ১(ঙ) এবং (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে উল্লিখিত তারিখ থেকে ০৬ নং রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের ০৬ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য জনাব শহর আলী, পিতামৃত-হাসমত আলী, মাতাঃ মোছাঃ মমতাজ বেগম, ডাকঘরঃ রায়পুর, উপজেলাঃ জীবননগর, জেলাঃ চুয়াডাঙ্গার সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ নূরুল হাফিজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

আদেশাবলী

তারিখ, ১১ ফাল্গুন ১৪২১/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ০৫.০৪.০০০০.০০৯.১৯.০০৪.০১/৫৮৬—কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের ০৩-০২-২০১৫ তারিখের সিএজি/জিবি-১/১৩(৭৩)/কল-২/৮২/খণ্ড-২০/৪৩ সংখ্যক অফিস আদেশমূলে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহীদ উল্যাকে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে বদলি করায় বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্তে তাঁকে অদ্য ২৩-০২-২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে প্রধান কার্যালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্ব হতে এতদ্বারা অবমুক্ত করা হল।

২। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে নতুন কর্মকর্তা যোগদান না করা পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২) জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

নং ০৫.০৪.০০০০.০০৯.৩২.০০৫.১২/৫৭০—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৯-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩১.১৯.০০৩.১৪-১০৮৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব মীর মোঃ নজরুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৫৫৬৬)-কে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে বদলি করায় বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নিমিত্তে তাঁকে অদ্য ২৩-০২-২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের উপপরিচালকের দায়িত্ব হতে এতদ্বারা অবমুক্ত করা হল।

২। বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের উপপরিচালক পদে নতুন কর্মকর্তা যোগদান না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিসের উপপরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের উপপরিচালক পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

একেএম মানজুরুল হক
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)।

আদেশ

তারিখ, ২১ ফাল্গুন ১৪২১/০৫ মার্চ ২০১৫

নং ডিপিএন্ডএস(বিএন্ডএ)-১২(২)/২০০৯/৬৬৮—মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরাধীন বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ের বাজেট অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের চাকুরি বইতে লিপিবদ্ধ রেকর্ড অনুযায়ী জন্ম তারিখ ০২-০৪-১৯৫৬ হওয়ায় ০১-০৪-২০১৫ তারিখে তার বয়স ৫৯(উনষাট) হবে। ২০১২ সালে সংশোধিত "দি পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ (Act No. XII of 1974)"-এর Section 4 অনুসারে ০১-০৪-২০১৫ তারিখে সরকারি চাকুরি হতে তিনি পিআরএল-এ যাবেন। তদনুযায়ী তিনি অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করার আবেদন করেছেন। অফিস রেকর্ড অনুযায়ী তার ০১ বৎসর ০৮ মাস ১০ দিন পূর্ণ গড় বেতনে এবং ০১ বছর ১১ মাস ২৩ দিন অর্ধ গড় বেতনে ছুটি পাওনা রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের অম/অবি/প্রবি-১/চাঃবিঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২ নম্বর প্রজ্ঞাপন মোতাবেক এতদ্বারা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে ০২-০৪-২০১৫ তারিখ হতে ০১-০৪-২০১৬ পর্যন্ত ১২ (বার) মাস অবসর-উত্তর ছুটি (Post-Retirement Leave) মঞ্জুর করা হলো।

২। "দি পাবলিক সার্ভেন্টস (রিটায়ারমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৪"-এর ৭ ধারা মোতাবেক উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকারি চাকুরি হতে পূর্ণ অবসর গ্রহণ করবেন।

একেএম মানজুরুল হক
মহাপরিচালক।

যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

নোটিশসমূহ

তারিখ, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৪/১৪০৪—এতদ্বারা কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে D.G. Bangla Ltd. (Reg No. C-85096) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

নং ২৬.০৬.০০০০.০০১.১৮.০০১.২০১৪/১৪০৫—এতদ্বারা কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ ধারার বিধান মতে Regent Jute Mills Ltd. (Reg No. C-88152) কোম্পানীর নাম অদ্য হইতে নিবন্ধন বহি থেকে কাটিয়া (Struck Off) দেওয়া হ'ল এবং কোম্পানীটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হ'ল।

আব্দুর রাজ্জাক হাওলাদার
সহকারী রেজিষ্ট্রার।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ মাঘ ১৪২১/২৯ জানুয়ারি ২০১৫

বিষয়ঃ **"দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫"**

নং ৩৭.২৪.০০.০০০.২২.০১৩.২০১৪-৩১৮—সকল প্রতিবন্ধী ও এতিম শিক্ষার্থী, ভূমিহীন, দুস্থ, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এবং প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত সন্তানদের দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে শিক্ষায় ব্যঘাত না ঘটে, তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থে এককালীন আর্থিক অনুদান দেয়ার নিমিত্ত এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ঃ

২। **শিরোনাম :** এই নীতিমালা "দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫" নামে অভিহিত হবে।

৩। **প্রয়োগ ও প্রবর্তন :**

(ক) এই নীতিমালা ০১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(খ) প্রতিবন্ধী ও এতিম শিক্ষার্থী, ভূমিহীন, দুস্থ, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এবং প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সন্তানদের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৪। **সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায়—

(ক) "কর্মচারীর" অর্থ প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারী।

(খ) বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ৩ ধারা মোতাবেক 'প্রতিবন্ধী' অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা অপচিকিৎসা বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন; এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন, এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম। শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ সংজ্ঞার আওতায় আসবে।

(গ) 'দুর্ঘটনায় আহত/গুরুতর আহত' অর্থ জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন/সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক/ উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক আহত/গুরুতর আহত এর সমর্থনে প্রত্যয়নকৃত আবেদনকারী।

(ঘ) "বাছাই কমিটি" অর্থ দুর্ঘটনাজনিত কারণে আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইয়ের জন্য এই নীতিমালা ৯(৭) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কমিটি।

(ঙ) "আর্থিক অনুদান" অর্থ ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তানুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত সন্তানদের আহত/গুরুতর আহত জনিত কারণে এককালীন আর্থিক অনুদান।

(চ) "নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি/ বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

(ছ) "শিক্ষার্থী" অর্থ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রী।

(জ) 'আবেদনপত্র' অর্থ এই নীতিমালার সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত আবেদন।

৫। **তহবিল গঠন :** ট্রাস্ট এর অর্থে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাস্টের (FDR) কৃত অর্থের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ থেকে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা নিয়ে 'দুর্ঘটনায় আর্থিক অনুদান তহবিল' নামে পৃথক একটি তহবিল গঠন করা হবে। পরবর্তীতে কোন অনুদানের অর্থ, দানবীর/সমাজ হিতৈষী কোন ব্যক্তির আর্থিক অনুদান, আর্থিক সাহায্য এবং ট্রাস্ট তহবিলের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ এ তহবিল গঠনে ব্যবহৃত হবে।

৬। **তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা :** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর একক স্বাক্ষরে এ তহবিল পরিচালিত হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই করে যুক্তিযুক্ত হলে শিক্ষার্থী প্রতি ১০,০০০ হতে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে।

৭। **উদ্দেশ্য :** দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে শিক্ষায় যাতে ব্যঘাত না ঘটে, তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।

৮। আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির শর্তাবলি :

ক) যোগ্য শিক্ষার্থীর অভিভাবক/পিতা-মাতাকে ৭৫ শতাংশের কম জমির মালিক হতে হবে;

খ) অভিভাক/পিতা-মাতার বাৎসরিক আয় ৭৫,০০০ টাকার কম হতে হবে;

গ) প্রতিবন্ধী ও এতিম শিক্ষার্থী, ভূমিহীন, দুস্থ, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান আর্থিক অনুদানের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে;

গ) দুর্ঘটনার প্রমাণে চিকিৎসা সনদসহ যাবতীয় খরচাদি;

ঙ) প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তান।

৯। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া :

(১) শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরও আবেদন করা যাবে। তবে, ঐ সকল আবেদনপত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র এর 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে প্রত্যয়ন ও দুর্ঘটনার প্রমাণে চিকিৎসা সনদসহ দাখিল করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান সঠিক আবেদনপত্রসমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর প্রেরণ করবেন।

(২) বেসামরিক সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণ আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর পিতা-মাতা/অভিভাবক যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন, আবেদনপত্রে 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে সে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন ও দুর্ঘটনার প্রমাণে চিকিৎসা সনদসহ দাখিল করতে হবে।

(৩) কোন আবেদনকারী এক অর্থ বছরে একবারের বেশী আবেদন করতে পারবেন না।

(৪) আবেদনপত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য প্রদান করা হলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ অনিয়ম সনাক্ত হলে আবেদনকারী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৫) আবেদনপত্রে অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি হলে বা লঘু কোন ত্রুটি থাকলে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(৬) আবেদনপ্রাপ্তির পর যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৭) আবেদনসমূহ যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে বাছাই কমিটি গঠন করা হলো :

ক)	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	-	আহ্বায়ক
খ)	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	-	সদস্য
গ)	সিভিল সার্জন (বাংলাদেশ সচিবালয়)-এর ০১ জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
ঘ)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১ জন প্রতিনিধি, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	-	সদস্য
ঙ)	মহা পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর ০১ জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
চ)	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	-	সদস্য-সচিব

(৮) **বাছাই কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র অত্র নীতিমালার আওতায় যাচাইবাছাই করে যোগ্য ও অযোগ্য আবেদনপত্রের তালিকা প্রস্তুত করে সুপারিশসহ তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট পেশ করা;

(খ) কোন আবেদনপত্রে আবেদনকারী বা প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবর সুপারিশ প্রণয়ন করা;

(গ) কমিটি প্রতি অর্থ বছরে ৩টি সভা অনুষ্ঠান করবে এবং সুপারিশসহ নামের তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে ;

(ঘ) সংশোধনযোগ্য আবেদনপত্রসমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তীতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

(৯) আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট শিক্ষার্থীর অনুদানের চেক প্রেরণ করা হবে। উক্ত চেক প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করবেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান প্রধান সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বরাবর নগদ অর্থ প্রদান করবেন এবং অনুদান গ্রহীতার প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরণ করবেন।

মোঃ নূরুল আমিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি: সচিব)।

আবেদন ফরম

আবেদনকারীর এক কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ফটো

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সড়ক নং ১২/এ, বাড়ী নং ৪৪ (২য় তলা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বিষয় : দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি----------প্রতিষ্ঠানে----------শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছি। গত---------- তারিখে আমি দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত হয়েছি। আমি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী/এতিম শিক্ষার্থী/ভূমিহীন পরিবারের সন্তান/অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নদীভাঙ্গন কবলিত পরিবারের সন্তান/দুস্থ পরিবারের সন্তান/৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত সন্তান (প্রয়োজনীয় অংশ টিক [√] দিতে হবে)। আমি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে এককালীন আর্থিক অনুদানপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করলাম।

আবেদনকারীর নাম :

পিতা :

মাতা :

স্থায়ী ঠিকানা :

অভিভাবকের আর্থসামাজিক অবস্থা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পেশা : জমির পরিমাণ :..... (একর)

বার্ষিক আয় : পরিবারের সদস্য সংখ্যা :

জন্ম তারিখ (জন্ম নিবন্ধন সনদ সংযুক্ত করতে হবে) :

জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে, সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে) :

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণের আবেদনপত্রের সাথে পিতা মাতা-অভিভাবকের কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যায়নপত্র/সুপারিশ :

ফোন/মোবাইল :

ক্ষতিগ্রস্ত অংগের বিবরণ (আহত হয়েছে এর সমর্থনে সকল ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে) :

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এ আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করিনি বা কোন মিথ্যা তথ্য সংযোজন করিনি।

অতএব আমার আবেদন সদয় বিবেচনাপূর্বক আর্থিক অনুদান মঞ্জুরের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আমার জানামতে আবেদনকারীর আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি সত্য।
আমি তাকে আর্থিক অনুদানের জন্য সুপারিশ করছি।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
বর্তমান ঠিকানা

প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম, স্বাক্ষর ও সীল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ মাঘ ১৪২১/২৯ জানুয়ারি ২০১৫

বিষয় : "দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫"

নং ৩৭.২৪.০০.০০০.২২.০০৩.২০১৪-৩১৯—অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের মাধ্যমে ভর্তিকৃত ছাত্রীদের বইপত্র ক্রয়, বেতন ও পরীক্ষার ফিস বাবদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু, অর্থের অভাবে যে সকল দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/কলেজে/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তাদের ট্রাস্টের অর্থে ভর্তির সুযোগ করে দেয়ার নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা/প্রণয়ন করা হলো :

১। **শিরোনাম :** এই নীতিমালা "দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫" নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রয়োগ ও প্রবর্তন :**

(ক) এ নীতিমালা ০১ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(খ) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে ভর্তিচ্ছুক প্রতিবন্ধী, এতিম শিক্ষার্থী এবং দুস্থ, ভূমিহীন, নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এবং প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর ভর্তিচ্ছুক সন্তানদের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য।

৩। **সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এই নীতিমালায় :

(ক) বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যান আইন, ২০০১ এর ৩ ধারা মোতাবেক 'প্রতিবন্ধী' অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা অপচিকিৎসা বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন; এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম। শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ সংজ্ঞার আওতায় আসবে।

(খ) 'কর্মচারী' অর্থ প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারী।

(গ) 'বাছাই কমিটি' অর্থ আর্থিক অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইয়ের জন্য এই নীতিমালার ৮(৯) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত কমিটি।

(ঘ) 'আর্থিক অনুদান' অর্থ এ নীতিমালার ২(খ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে ভর্তিচ্ছুক সন্তানদের এককালিন আর্থিক অনুদান।

(ঙ) 'নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অথবা তার দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

(চ) 'শিক্ষার্থী' অর্থ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী।

(ছ) 'আবেদনপত্র' অর্থ-এই নীতিমালার সাথে সংযুক্ত নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত আবেদন।

৪। **তহবিল গঠন :** ট্রাস্ট এর অর্থে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাস্টের FDR কৃত অর্থের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ থেকে অন্তত: ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকায় 'ভর্তি তহবিল' নামে পৃথক একটি তহবিল গঠন করা হবে। পরবর্তীতে কোন অনুদানের অর্থ, দানবীর/সমাজ হিতৈষী কোন ব্যক্তির আর্থিক অনুদান, আর্থিক সাহায্য এবং ট্রাস্ট তহবিলের সুদের/লভ্যাংশের অর্থ এ তহবিল গঠনে ব্যবহৃত হবে।

৫। **তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা :** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর একক স্বাক্ষরে এ তহবিল পরিচালিত হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর যাচাই করে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হলে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী প্রতি ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা এবং স্নাতক (পাস) বা সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ভর্তির জন্য অনুদান প্রদান করা হবে।

৬। **উদ্দেশ্য : এ নীতিমালা গঠনের উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ—**

(ক) সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;

(খ) শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকরণ;

(গ) বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ;

(ঘ) শিক্ষার প্রসার ঘটানো;

(ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৭। **আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির শর্তাবলি ঃ**

(ক) যোগ্য শিক্ষার্থীর অভিভাবক/পিতা-মাতাকে ৭৫ শতাংশের কম জমির মালিক হতে হবে।

(খ) অভিভাবক/পিতা-মাতার বাৎসরিক আয় ৭৫,০০০/-টাকার কম হতে হবে।

(গ) ভূমিহীন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, এতিম, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, নদীভাঙ্গন কবলিত এবং দুস্থ পরিবারের সন্তান আর্থিক অনুদানের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে;

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের বে-সামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীর সন্তান আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

৮। **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া :**

(১) শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরও আবেদন করা যাবে। তবে ঐ সকল আবেদনপত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র এর 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে প্রত্যয়ন যুক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান সঠিক আবেদনপত্রসমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর প্রেরণ করবেন।

(২) বে-সামরিক সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণ আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর পিতা-মাতা/অভিভাবক যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন, আবেদনপত্রে 'শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মেধাবী' মর্মে সে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন থাকবে।

(৩) কোন আবেদনকারী এক অর্থ বছরে একবারের বেশী আবেদন করতে পারবেন না।

(৪) আবেদনকারী সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছে, সে প্রতিষ্ঠানের নাম আবেদনপত্রে উল্লেখ করে সর্বশেষ যে শ্রেণিতে বা পরীক্ষায় পাস বা উত্তীর্ণ হয়েছে তার সত্যায়িত সনদপত্র/সার্টিফিকেট সংযোজন করতে হবে।

(৫) আবেদনকারী যে শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, সে শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পূর্বে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

(৬) আবেদনপত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল তথ্য প্রদান করা হলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ অনিয়ম সনাক্ত হলে আবেদনকারী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৭) আবেদনপত্রে অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি হলে বা লঘু কোন ত্রুটি থাকলে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা বিবেচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(৮) আবেদন প্রাপ্তির পর যাঁচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৯) আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠিত হবে :

(ক)	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	- আহ্বায়ক
(খ)	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	- সদস্য
(গ)	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১ জন প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত	- সদস্য
(ঘ)	মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর ০১ জন প্রতিনিধি	- সদস্য
(ঙ)	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	- সদস্য সচিব

৯। **বাছাই কমিটির কার্যপরিধি :**

ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র অত্র নীতিমালার আওতায় যাচাই-বাছাই করে যোগ্য ও অযোগ্য আবেদনপত্রের তালিকা প্রস্তুত করে সুপারিশসহ তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট পেশ করা;

খ) কোন আবেদনপত্রে আবেদনকারীর বা প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবর সুপারিশ প্রণয়ন করা;

গ) কমিটি প্রতি অর্থ বছরে ০৩টি সভা অনুষ্ঠান করবে এবং সুপারিশসহ নামের তালিকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

ঘ) সংশোধনযোগ্য আবেদনপত্রসমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

১০। আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট শিক্ষার্থীর অনুদানের চেক প্রেরণ করা হবে। উক্ত চেক প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করবেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান প্রধান সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর বরাবর নগদ অর্থ প্রদান করবেন এবং অনুদান গ্রহীতার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরণ করবেন।

মোঃ নূরুল আমিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি: সচিব)।

আবেদন ফরম

আবেদনকারীর এক কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ফটো

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সড়ক নং ১২/এ, বাড়ী নং ৪৪ (২য় তলা), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

বিষয় : দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদানের আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি----------প্রতিষ্ঠানে----------শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। আমি প্রতিবন্ধী/এতিম শিক্ষার্থী/ভূমিহীন পরিবারের সন্তান/অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নদীভাঙ্গন কবলিত পরিবারের সন্তান/দুস্থ পরিবারের সন্তান/৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরকারি/বেসরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর সন্তান (প্রয়োজনীয় অংশ টিক [√] দিতে হবে)। আমি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার নিমিত্ত আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। নিম্নে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করলাম।

আবেদনকারীর নাম :

পিতা :

মাতা ;

স্থায়ী ঠিকানা :

অভিভাবকের আর্থসামাজিক অবস্থা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পেশা : জমির পরিমাণ :..... (একর)

বার্ষিক আয় : পরিবারের সদস্য সংখ্যা :

জন্ম তারিখ (জন্ম নিবন্ধন সনদ সংযুক্ত করতে হবে) :

জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে, সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে) :

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানগণের আবেদন পত্রের সাথে পিতা মাতা/অভিভাবকের কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের

প্রত্যয়নপত্র/সুপারিশ :

ফোন/ মোবাইল :

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এ আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করিনি বা কোন মিথ্যা তথ্য সংযোজন করিনি।

অতএব আমার আবেদন সদয় বিবেচনাপূর্বক আর্থিক অনুদান মঞ্জুরের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আমার জানামতে আবেদনকারীর আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি সত্য।
আমি তাকে আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ
বর্তমান ঠিকানা

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, স্বাক্ষর ও সীল